পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 345 Friday, 20 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪৫ সংখ্যা ✱ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শুক্রবার, ২০ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

জনগণনার জেরে পিছিয়ে গেল ২০২৭-এর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ জনগণনার কারণে পিছিয়ে গেল মাধ্যমিক পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্ভাব্য ২ মার্চ শুরু হয়ে চলতে পারে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। আর মাধ্যমিক শেষ হওয়ার ঠিক দু'দিন পর থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলতে পারে। তবে এই নির্ঘণ্ট এখনও চূড়ান্ত নয় বলেই স্পষ্ট করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক-এই জোড়া বড় পরীক্ষার সম্ভাব্য নির্ঘণ্ট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য



নবান্নে পাঠানো হচ্ছে। জনগণনার প্রক্রিয়া এবং সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ, যা চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পাশাপাশি চলবে সংশোধনীর কাজও সব মিলিয়ে আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত এই পুরো প্রক্রিয়া চলার কথা রয়েছে। এরই মাঝে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সূচিতে আগের তুলনায় প্রায় ১৫ দিন পিছিয়ে যাচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত জুলাই মাসে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, ২০২৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে পর্ষদের তৈরি নয়া সূচিতে সেই সময়সীমা প্রায় ১৫ দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, সকালের বদলে বেলা ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এই পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিমধ্যেই যে সম্ভাব্য সূচি তৈরি করেছে, তা অনুমোদনের জন্য নবান্নে পাঠানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তবেই আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে চূড়ান্ত সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।

মেডিক্যালে তাণ্ডব চালিয়েছে 'মানসিক মাওবাদী'রা, মদত বামপন্থী চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ বুধবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অশান্তির ঘটনায় তীব্র নিন্দা করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনে এই কমিটিকে সাহায্য করবে কলকাতা পুলিশ। শারদতের দাবি, মুষ্টিমেয় ১০ থেকে ১৫ জন এই হামলার সঙ্গে জড়িত। মূলত অতি বাম ও নকশালপন্থীদেরই নিশানা করেছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করেন, নকশালপন্থীরা মেডিক্যাল কলেজে তাণ্ডব চালিয়েছে। শারদত বলেন,

অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, গড়া হল তদন্ত কমিটি



''আমার কাছে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। এই নিয়ে মিনিট বাই মিনিট বৈঠক হয়েছে। যা দেখলাম, যা শুনলাম, সর্বসমক্ষে যদি বলি তাহলে সাধারণ নাগরিকদের সামনে ডাক্তারদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। যাঁদের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন, তাঁদের বলছেন চামড়া গুটিয়ে নেব।'' কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন শারদত। বলেন, ''চিকিৎসকদের মারধর করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। কিছু মানসিক মাওবাদী, ১০ থেকে ১৫ করছেন, যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা নাকি ১২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ুয়া, ইন্টার্নদের নাকি তাঁরা প্রতিনিধি। সেই জন্য বললাম মুষ্টিমেয় কয়েকজন ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র, তাঁদের ঔদ্ধত্য এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যে চিকিৎসক-

● এরপর ৬ পাতায়...

রোজভ্যালির টাকা ফেরানোয় ঢিলেমি, কমিটিকে ভর্ৎসনা কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয় ও অকর্মণ্যতার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপের পর এ বার অন্যান্য চিটফান্ডের টাকা ফেরাতে গঠিত প্রাক্তন বিচারপতি এস পি তালুকদার কমিটির কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, গত ১২ বছর ধরে কার্যত কোনও কাজই করেনি ওই কমিটি। শুনানি চলাকালীন আদালত পর্যবেক্ষণ করে, কোন চিটফান্ড সংস্থার কত টাকা আমানতকারীদের ফেরানো হয়েছে, কতগুলি আবেদন জমা পড়েছে এবং কত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বিক্রি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট করে কোনও কোম্পানির ক্ষেত্রেই সেই তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে কমিটি। এমনকী কমিটির ওয়েবসাইটের বেহাল দশা নিয়েও ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। তিনি জানান, কমিটির ওয়েবসাইটে এখনও ৮৯টি চিটফান্ড সংস্থার উল্লেখ রয়েছে, অথচ গত কয়েক মাসে তাদের ১০৫টি চিটফান্ডের টাকা ফেরানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ওয়েবসাইটটি পর্যন্ত হালনাগাদ (আপডেট) করার প্রয়োজন মনে করেনি কমিটি। এই পরিস্থিতিতে আদালতের কড়া কটাক্ষ, আপনারা করেনটা কী? আসলে আপনাদের কমিটির কাজ করার কোনও ইচ্ছেই নেই। কমিটির তরফে আইনজীবী জানান, সরকারের দেওয়া ৩৪ জন কর্মীর মধ্যে ১৬ জনই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। এর পাল্টা বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, কাজ না থাকলে ওই কর্মীরা কি বসে বসে বেতন নিচ্ছেন? দিনে তাঁদের ক'টা করে ডেটা এন্ট্রি করতে হয়? বিচারপতির মন্তব্য, কোনও কাজ না থাকলে ওই কর্মীদের বদলি করার কথা বলুক কমিটি। কারণ, তাঁদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে, তা আমানতকারী তথা সাধারণ মানুষের করের টাকা। সবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, প্রথম দফায় যে ৫৩টি চিটফান্ড সংস্থার দায়িত্ব কমিটিকে দেওয়া হয়েছিল, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই সবক'টি সংস্থার যাবতীয় তথ্য রিপোর্ট আকারে আদালতে জমা দিতে হবে। কারণ, আদালতের মতে, একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কেও যথাযথ তথ্য তৈরি নেই ওই কমিটির কাছে।

কলকাতায় জল জমতে পারে টানা বৃষ্টিতে!

বিপর্যয় সামলাতে ছোট লালবাড়ির কন্ট্রোল রুমে বাড়তি তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে সকাল থেকেই বৃষ্টি কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতে। কখনও ঝিরঝিরে, কখনও ভারী-একটানা বৃষ্টিতে শহরের জনজীবন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না কলকাতা পুরসভা। বৃষ্টি বাড়লে শহরের কোথায় কোথায় জল জমছে, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, কোথাও কোনও বিপর্যয় ঘটছে কি না, সব কিছুর উপরেই নজর রাখছে পুরসভার কন্ট্রোল রুম। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে পুরসভার আধিকারিকদের তৎপরতাও বেড়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল 'আকভান'। ২০ নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার দুপুরের দিকে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের মাঝামাঝি স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার থাকতে পারে। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতায় আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে শনিবার পর্যন্ত। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, লাগাতার বৃষ্টির জেরে শহরের নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার



পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে কোন কোন এলাকায় জল জমছে, নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করছে কি না, কোথাও জল বেরোতে সমস্যা হচ্ছে কি না, সে সব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দিকেও নজর রয়েছে পুরসভার। শুধু জল জমার পরিস্থিতিই নয়, বৃষ্টির জেরে গাছ ভেঙে পড়া, বাড়ির কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা অন্য কোনও বিপর্যয়ের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুরসভা। তাই আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির উপরেও নজর রাখছেন আধিকারিকরা। পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়, সেই প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে। হাওয়া অফিসের সতর্কবার্তা, নিচু এলাকা এবং রাস্তার আন্ডারপাসে সাময়িক জল জমতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সময় খোলা জায়গায় থাকা, গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া বা বিদ্যুতের খুঁটির কাছে দাঁড়াতেও বারণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, আকভানের প্রভাবে আগামী কয়েক দিন কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকে, সেদিকেই নজর পুরসভার। বৃষ্টির জেরে শহরের স্বাভাবিক জনজীবন যাতে বেশি ব্যাহত না হয় এবং জল জমা বা অন্য কোনও বিপর্যয় দ্রুত সামাল দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চলছে।

নিউ গড়িয়া-সেক্টর ফাইভ মেট্রো দ্রুত চালু হোক

দিল্লির বৈঠকে রেলমন্ত্রীকে আর্জি শুভেন্দুর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বরঃ তৃণমূল আমলে চিংড়িহাটায় মাত্র ৭০০ মিটার কাজের জন্য থমকে ছিল নিউ গড়িয়া-সেক্টর ফাইভ মেট্রো প্রকল্পের কাজ। তবে বাংলায় সরকার বদলের পর কেটে গিয়েছে জট। কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ট্রায়াল রানও হয়েছে। এবার পালা সাধারণের জন্য মেট্রো পরিষেবা শুরুর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠকে এই রুটে মেট্রো দ্রুত চালুর আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বেশ কিছুক্ষণ রেলভবনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের মোট ১৭টি রেলপ্রকল্পে সবুজ সংকেত দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এদিনের



বৈঠক যথেষ্ট ইতিবাচক। তিনি বলেন, ''চিংড়িহাটার জট কেটে গিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি উদ্বোধন করা যায় সে প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মেট্রো উদ্বোধন করুন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে দিনক্ষণ স্থির করবে। তারপর জানাবে।'' এদিন হিলি, নন্দীগ্রাম-দেশপ্রাণের মতো আটকে থাকা রেলপ্রকল্প নিয়েও কথা হয় তাঁর। বলে রাখা ভালো, এতদিন এই রেলপ্রকল্পগুলি জমি জটে আটকে ছিল। তবে বর্তমানে কেটে গিয়েছে জট। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে ট্রেন চালু করা যায় কিনা, সে আর্জি জানিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত রেলপথের বন্দোবস্তের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, ইতিমধ্যে ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিপিআর আর সমীক্ষার কাজ দ্রুত হবে। আগামী কয়েক বছরে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হবে বলেই আশাবাদী তিনি। এছাড়া ট্রেনে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত প্রস্তাবিত রেলপ্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বাংলার গতি বাড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্রাত্য বসু এবং ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে বাগুইআটি থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাক্তন দুই মন্ত্রীই নন, এই মামলায় রাজ্যের একাধিক উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকের নামও জড়িয়েছে বলে খবর। ধর্ষণের চেষ্টা, যৌন হেনস্থা, তোলাবাজি এবং দুর্নীতির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি ও

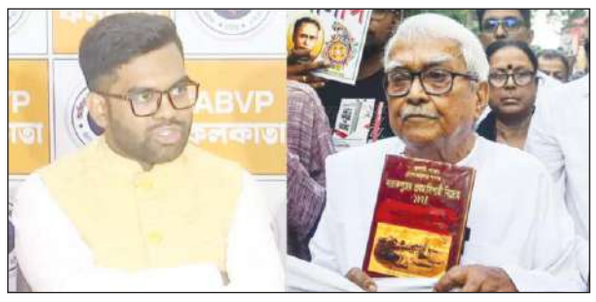


প্রশাসনিক মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় জনৈক এক সমাজকর্মী বাগুইআটি থানায় প্রাক্তন দুই মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। জানা গিয়েছে, গত ১২ নভেম্বর বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন বাগুইআটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা আইসি-র কাছে ওই অভিযোগপত্রটি পেশ করা হয়েছিল। অভিযোগপত্রে ধর্ষণের চেষ্টা, যৌন হেনস্থা, তোলাবাজি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মতো

● এরপর ৬ পাতায়...

বিমান বসুর বয়স হয়েছে, এই ভিড়ে এলে কখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ কলেজ স্ট্রিটে বামেদের বুক স্টল ঘিরে বুধবার ছড়িয়েছিল উত্তেজনা। এসএফআই ও এবিভিপি-র মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এমনকী, বিমান বসু-কে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগানও দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এর মধ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য এবিভিপি-র কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারীর। তিনি বললেন, ''বিমান বসুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে আমাদেরও খারাপ লাগবে, এইসব ঝামেলার এরিয়া থেকে বিপন্মুক্ত থাকুন।'' এ দিন এবিভিপি কলকাতার তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। শুরুতেই তাঁরা বলেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শুরু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বামপন্থী ও এসএফআই সংগঠন এবিভিপির কর্মী-সমর্থকদের মারধর করেছে। এবিভিপির কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী দাবি জানান দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের। এরপরই বিমান বসুকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''ব্যক্তি বিমান বসুর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকতে পারে। ব্যক্তি বিমান বসু একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমরা সম্পূর্ণভাবে বামপন্থী মতাদর্শের বিরোধী। এখন বিজেপি অনেক বেশি সহনশীল। এই কলেজ স্ট্রিটেই বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একটা সময় এসএফআই আর ছাত্র পরিষদ বোম ফেলত। বোম ফেলতে ফেলতে শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকে যেত। এবিভিপি অনেক সহনশীল। বিমান বসুর বয়স হয়েছে, প্রায় ৯০-র কাছাকাছি বয়স। এই ভিড়ে এলে কখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে! কিছু হয়ে গেলে আমাদেরও খারাপ লাগবে। আমরা চাই, উনি সুস্থ থাকুন, আমাদের মাঝে আরও দীর্ঘদিন থাকুন। এইসব ঝামেলার এরিয়া থেকে দূরে থাকুন, বিপন্মুক্ত থাকুন। বামপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে বয়স্ক লোকদের ঝামেলার মধ্যে নিয়ে আসে সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি দিতে। সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি আমাদের বিশেষ লাগে না।'' বামেদের মতাদর্শের তীব্র



বিরোধিতা করে বলেন, ''ছত্তীসগঢ়ে যেভাবে মাওবাদী দমন করা হয়েছে, সেইভাবে বামপন্থীদেরও দমন করতে হবে। বামপন্থী, অতি বামপন্থী একই। বিভিন্ন ব্রান্ডে চলে। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, ডাইনোসর ফিরে আসতে পারে কিন্তু ক্যাম্পাসে বামেরা ফিরবে না। মৃত শক্তিকে ফিরতে দেব না। আমাদের কাছে সঞ্জীবনী সুধাও নেই।'' শুভব্রত অধিকারী আরও আক্রমণ করে বলেন, ''তৃণমূল আমলে উড়ন্ত লুঙ্গির দুরন্ত লাথি খেয়ে গর্তে ঢুকে গিয়েছিল বামেরা। আমরা মুক্ত গণতন্ত্রের পরিবেশ দিয়েছি বলেই এসএফআই ক্যাম্পাসের মুখ দেখার সুযোগ পাচ্ছে। আমরা না চাইলে এসএফআই ক্যাম্পাসের মুখ দেখতে পাবে না।'' এবিভিপির আরেক নেতা বলেন, ''বইয়ের বিরুদ্ধে বইয়েরই লড়াই হবে। ওরা যদি লেনিন, মার্ক মার্কসের বই বিক্রি করে, তাহলে আমরাও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যের বই বিক্রি করব। মানুষ ঠিক করবে যে তারা কার্ল মার্কসের সাহিত্য কিনবে নাকি কেশব বলিরাম বা স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য কিনবে। আজকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে দুইজন বামপন্থী ছাত্রী স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্ষক লিখে একটা অরাজকতার পরিস্থিতি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভুল বোঝানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তাতে এসএফআইয়ের কী বক্তব্য? পদক্ষেপ করা হয়েছে, কম শাস্তি হলে ভালো হত। জগদ্ধাত্রী পুজোয় নাকি বুক স্টল দেবে, বিগত ২৫ বছর ধরে দিচ্ছে। আমরাও কলকাতায় থাকি, কোনওদিন জগদ্ধাত্রী পুজোয় বুক স্টল দিতে দেখিনি। হুকিং করে বিদ্যুৎ নিয়েছে। তাদের নাকি ১৬ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। টাকা গোনার মেশিন এনেছিল। হুকিংয়ের পারমিশন কে দিল? আমরা সিইএসসি-কে অভিযোগ জানিয়েছি। যেখানে যেখানে বামপন্থীদের বুক স্টল হবে তার বিপরীতে সুশান্ত ঘোষের ভিডিয়ো চলবে।''

আপ্ত সহায়কের আর্জি খারিজ হতেই ফের বিস্ফোরক পোস্ট অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় আইনি ধাক্কা খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত রায়। শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর রক্ষাকবচের আর্জির শুনানি ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সেই আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেন। আদালতের এই নির্দেশের পরপরই সমাজমাধ্যমে ফের বিস্ফোরক ও ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আদালতে সুমিত রায়ের আইনজীবী শঙ্করনারায়ণ ও অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন যে, বিজেপির মদতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই সুমিতের বিরুদ্ধে চারটি মিথ্যা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাই ওই মামলাগুলিতে তাঁকে অন্তর্বর্তিকালীন রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। তবে আদালত সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি এবং কোনও রকম স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে।এর আগে জন্মদিনের আগের রাতে কালীঘাটে নিজের বাড়ির নীচে হাতাহাতি ও বাকবিতণ্ডার ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির নাম করে একাধিক অভিযোগ এনেছিলেন অভিষেক। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যের তরফে বিষয়টি অভিষেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আদালতের নজরে আনা হয়। এর জেরে আদালত তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন আপ্ত সহায়কের মামলায় ধাক্কা খেয়ে সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।নিজের পোস্টে অভিষেক লেখেন, 'বিচার কখনও শাসকদলের ব্যক্তিগত অধিকার হতে পারে না এবং বিরোধীদের কাছে তা চিরস্থায়ী সংগ্রাম হয়ে থাকতে পারে না।' তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের জন্যই যেন সমস্ত আইনি স্বস্তি বরাদ্দ রয়েছে, অথচ বিরোধীদের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার আদায়ের জন্য প্রতি মুহূর্তে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। পাশাপাশি সরাসরি রাজ্য সরকার ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরকেও নিশানা করেন তিনি। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে রাজ্য সরকার এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে কি আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করবে কলকাতা হাইকোর্ট? নাকি আদালত অবমাননার আইন শুধুমাত্র বিরোধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা এবং তাঁদের বিজেপি সহযোগীরা কি বিশেষ আইনি রক্ষাকবচ ভোগ করছেন? অভিষেকের এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র তরজা ও চর্চা শুরু হয়েছে।

'বিরোধীদের এড়িয়ে কখনও শান্তি আসে না'

পুতিন-জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প, 'যুগান্তকারী' আখ্যা চিনের প্রেসিডেন্টের

সংবাদ সংস্থা, শেনজেন, ১৯ নভেম্বরঃ বিশ্ব কূটনীতিতে নজিরবিহীন। বৃহস্পতিবার চিনের প্রযুক্তি শহর শেনজেনে প্রথমবারের জন্য যৌথ বৈঠকে বসলেন বিশ্বের তিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধান- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চিনের প্রেসিডেন্ট এই বৈঠককে 'যুগান্তকারী' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে, যে সমস্ত দেশের সঙ্গে ওয়াশিংটনের মতপার্থক্য রয়েছে, তাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসে মার্কিন বিদেশনীতিতে এক 'ভিন্ন পথ' বেছে নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি, এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানসূত্র খোঁজার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বৈঠকের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কেবল নিজেদের দেশের নাগরিকই নন, গোটা পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা, শ্রদ্ধাশীল ও ফলপ্রসূ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব। পূর্বতন মার্কিন প্রশাসনগুলির নীতির সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, ''অতীতে নেতারা প্রায়ই সেই সমস্ত দেশের সঙ্গে কথা বলা এড়িয়ে চলতেন, যাদের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ ছিল। কিন্তু আমরা ঠিক তার উল্টোটা মনে করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।'' তাঁর মতে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করে কখনও কোনও সংঘাতের সমাধান হয়নি বা কোনও সমস্যার জট খোলেনি। ট্রাম্প স্পষ্ট



ভাষায় বলেন, ''একসঙ্গে বসা এবং আলোচনার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা তাই একটি ভিন্ন পথ বেছে নিচ্ছি।'' ট্রাম্পের সুরেই তিন মহাশক্তির মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার আহ্বান জানান চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে গঠনমূলক আলোচনা যে অপরিহার্য, তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, ''বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ইতিবাচক আদানপ্রদান কোনও পছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজন।'' দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করে জিনপিং বলেন, বিশ্বকে আর বি

ষষ্ঠ বার্ষিক ' সন্ত্রাস - বিরোধী সম্মেলন'- এর উদ্বোধন অমিত শাহ-র



নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ' শূন্য সহনশীলতা' নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির ডিআরডিও ভবনে ষষ্ঠ বার্ষিক ' সন্ত্রাস বিরোধী সম্মেলন'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আয়োজিত এই দু'দিনের উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে দেশজুড়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনের এই সম্মেলনে বিদেশি বিচারব্যবস্থা বা অন্য দেশ থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ, সন্ত্রাসবিরোধী তদন্তে ডিজিটাল ফরেনসিক ও ডেটা অ্যানালিসিসের প্রয়োগ, মামলার বিচার প্রক্রিয়ার কার্যকর পরিচালনা, মৌলবাদ রুখে দেওয়া এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদীয়মান হাইব্রিড হুমকির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এছাড়াও, সন্ত্রাসে অর্থ জোগানের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার আধুনিক কৌশল, সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদ এবং ভবিষ্য-উপযোগী সন্ত্রাসদমন রণনীতি গা তোলার ওপরও বিশেষ আলোকপাত করা হচ্ছে। এবারের সম্মেলনের অংশ হিসেবে রাজ্য পুলিশ কর্মী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জন্য একটি বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত তদন্তে নতুন ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ, আদালতে ডিজিটাল প্রমাণের ব্যবহার এবং সাক্ষী সুরক্ষার মতো বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ও নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইন, ফরেনসিক এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যর



কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অঃদরে চলা কোন্দলকে সংশ্লিষ্ট দলের একান্ত ' অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে অভিহিত করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের শাসকদলের নেতারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপি বা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই।তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় দলের সদস্যরাই একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছেন। এই দলটি কখনোই একটি প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। বিজেপি বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ-কারোরই এই বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আসিয়ান থেকে ইউরোপঃমুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অংশীদার ও অন্যান্য বাজারে ভারতের রপ্তানিতে গতি সঞ্চার

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং প্রধান বাণিজ্যিক বাজারগুলিতে ভারতের রপ্তানিতে সামগ্রিক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি ৫৮ শতাংশ বেড়ে ২৮.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, সাফটা অংশীদার দেশগুলিতে রপ্তানি ২২ শতাংশ বেড়ে ১৫.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি ৫ শতাংশ বেড়ে ৩৮.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ওমানে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং ইউরোপের অন্যান্য বাজারেও অগ্রগতি বিশ্ববাজারে ভারতের রপ্তানির পরিধি সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার প্রতিফলন।ভূমিকা ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অংশীদার এবং প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলির বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে সামগ্রিক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। আসিয়ান, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের একাধিক বাজারে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য সাফল্য ভারতের বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন।প্রধান রপ্তানি গন্তব্যগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ওমান, ইতালি ও স্পেনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধিতে আসিয়ান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পাশাপাশি, প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার বাজারগুলিতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে।ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য-সহ উন্নত দেশগুলির বাজারেও এই সময়ে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাজারগুলিতে রপ্তানির সাফল্য ভারতের রপ্তানির ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক বিস্তার এবং সম্প্রসারিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরে।রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে এসেছে আসিয়ান২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংগঠন (আসিয়ান)-এর সদস্য দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। সিইসিএ কাঠামোর আওতায়, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি ৫৮ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সময়কালে ১৭.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের একই সময়ে তা ২৮.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।সিঙ্গাপুর এই অঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকেন্দ্রিক বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। সিঙ্গাপুরে ভারতের রপ্তানি দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০৩ শতাংশ বেড়ে তা ৫.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১১.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।মালয়েশিয়াতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। এই সময়ে দেশটিতে ভারতের রপ্তানি ৮৩ শতাংশ বেড়ে ৩.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ভিয়েতনামে রপ্তানি ৩৬ শতাংশ বেড়ে ৩.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানি ৩৬ শতাংশ বেড়ে ২.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। থাইল্যান্ডও ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।সাফটা (ক্ষক্ষস্কক) অংশভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি ২২ শতাংশ বৃদ্ধি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (SAFTA)-এর অংশীদার দেশগুলিতেও ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে সাফটা-ভুক্ত বাজারগুলিতে মোট রপ্তানি ২২ শতাংশ বেড়েছে। বস্তুত, ১২.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তা ১৫.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।শ্রীলঙ্কা রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। দেশটিতে রপ্তানি ৭৩ শতাংশ বেড়ে ২.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।য়নপালে রপ্তানি ১৯ শতাংশ বেড়ে ৩.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।ভুটানেও রপ্তানিতে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ৭১১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।দক্ষিণ এশিয়ার অপেক্ষাকৃত ছোট বাজারগুলির মধ্যে মালদ্বীপে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ ২২২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৩৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ সাফটা-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিফলন।জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ার বাজারে গতি সঞ্চার২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ভারতের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে সামগ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এই বৃদ্ধি প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে।জাপানে রপ্তানি ৪০ শতাংশ বেড়েছে। এই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ২.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।কইভাবে, দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি ২৪ শতাংশ বেড়েছে। উল্লেখ্য, ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তা ৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি, এই দুই বাজারে রপ্তানির সাফল্য এশিয়ার বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।ইএফটিএ-ভুক্ত বাজারগুলিতে রপ্তানির ইতিবাচক বৃদ্ধি অব্যাহত২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা -র অংশীদার দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি প্রায় ৫ শতাংশ বেড়েছে। ৯৮০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তা ১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।ইএফটিএ-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সুইজারল্যান্ড ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশটিতে রপ্তানি ১১ শতাংশ বেড়ে ৭৫৮.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।নরওয়েতেও রপ্তানির ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। রপ্তানি ১৪ শতাংশ বেড়ে ২৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।নরওয়েতেও রপ্তানির ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। রপ্তানি ১৪ শতাংশ বেড়ে ২৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারগুলিতে রপ্তানির ধারাবাহিক বৃদ্ধি ইউরোপের একাধিক প্রধান রপ্তানি গন্তব্যে বৃদ্ধির ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের মোট রপ্তানি ৫ শতাংশ বেড়েছে। ৩৬.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তা ৩৮.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। স্পেন অন্যতম উল্লেখযোগ্য রপ্তানি বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। দেশটিতে রপ্তানি ৪৫ শতাংশ বেড়ে ৩.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।ইতালিতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। দেশটিতে ভারতের রপ্তানি ২৫ শতাংশ বেড়ে ৩.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।জার্মানি ইউরোপের অন্যতম প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশটিতে রপ্তানি ১২ শতাংশ বেড়ে ৬.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।ফ্রান্সে রপ্তানি ৯ শতাংশ বেড়ে ৩.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, এস্তোনিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র-সহ ইউরোপের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাজারেও এই সময়ে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে।নতুন প্রজন্মের বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলিও রপ্তানি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছেআসিয়ান, দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের প্রধান বাজারগুলির পাশাপাশি, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি বাণিজ্যিক অংশীদার দেশেও ভারতের রপ্তানিতে ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে।মানে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। ২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে রপ্তানির পরিমাণ ৩.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি ১১ শতাংশ বেড়েছে। ৩.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তা ৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।যুক্তরাজ্যেও ভারতের রপ্তানিতে ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। ৬.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৭ শতাংশ বেড়ে রপ্তানির পরিমাণ ৭.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।মরিশাসে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ৩৪৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।নতুন প্রজন্মের বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলির অবদানেও রপ্তানিতে গতি সঞ্চার২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতের রপ্তানির সাফল্য একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অংশীদার দেশ এবং প্রধান বাণিজ্যিক গন্তব্যগুলিতে ধারাবাহিক বৃদ্ধির প্রতিফলন। সিঙ্গাপুরে রপ্তানি দ্বিগুণ হওয়া এবং মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে, আসিয়ান একটি বিশেষ গতিশীল অঞ্চল হিসেবে উঠে এসেছে।শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপে রপ্তানির ইতিবাচক বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারগুলিও এই সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে। একই সময়ে, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের একাধিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি ভারতের রপ্তানি গন্তব্যগুলির ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক বিস্তারকে তুলে ধরেছে।প্রচলিত ও উদীয়মান বাজারগুলিতে রপ্তানির সামগ্রিক বৃদ্ধি ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য এবং এশিয়া, ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য প্রধান বাজারের সঙ্গে সংযোগ সুদৃঢ় হয়ে ওঠা বাণিজ্যিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন।

ইন্দিরার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর, সোনিয়া ও খাড়গের শ্রদ্ধার্ঘ্য



নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৯-তম জন্মবার্ষিকীতে বৃহস্পতিবার তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল গোটা দেশ। এদিন সকালে নয়াদিল্লির 'শক্তি স্থল'-এ ইন্দিরার সমাধিস্থলে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। সেখানে আয়োজিত স্মরণসভায় দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।



দক্ষিণ বাক্সাড়া সার্ব্বজনীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা সাড়ম্বরে পালিত হল।চিত্র -অরূপ নস্কর।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি বার্তার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সাহস ও অবদানের কথা স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।নিজের বার্তায় শুভেঃদু অধিকারী লেখেন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী , বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা।উল্লেখ্য, ১৯১০ সালের ১৮ নভেম্বর তকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির খণ্ডঘোষ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন বটুকেশ্বর দত্ত। বর্তমানে এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। বিপ্লবী ভগ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি। হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী।১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভগ সিংয়ের সঙ্গে দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন বটুকেশ্বর দত্ত। ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদ জানাতেই এই পদক্ষেপ করেছিলেন তাঁরা। ঘটনার পর দু'জনেই ' ইনকিলার জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন এবং গ্রেফতার হন। এই মামলায় বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি অনশনেও অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এই বিপ্লবীর জীবনাবসান হয় ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই, নয়াদিল্লিতে।

২০২৬ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়ে সুনীল ছেত্রীর প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার পাকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা সফলভাবে রক্ষা করার পর ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী । খুব ভালো করেছো মুসা ভাই এবং পুরো টিম। তোমরা যা করেছো তার জন্য তোমরা সবাই গর্বিত হতে পারো, ছেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন।প্রধান কোচ নওশাদ মুসার অধীনে দ্বিতীয় সারির একটি দল নিয়ে ভারত বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল এবং চার ঘণ্টা হোটেল কক্ষ ছাড়াই ছিল। তবে, দলটি পাকিস্তানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে এবং সেমিফাইনালে ভুটানকে ২-১ গোলে পরাজিত করে জয় দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে।২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযানে ছেত্রী ছিলেন তারকা, যেখানে তিনি গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) এবং গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা) জিতে নেন এবং বেঙ্গালুরুতে পেনাল্টিতে কুয়েতকে হারিয়ে ব্লু টাইগার্স শিরোপা জয় করে।

রাহুল গান্ধী ও অভিষেককে নিশানা দিলীপ ঘোষের



কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ রাহুল গান্ধীর ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে মন্তব্যের জবাব দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায়ের বিচারব্যবস্থা নিয়ে বক্তব্য এবং ধর্মান্তর নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি।কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রাহুল গান্ধী ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ' বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই বুধবার প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, অন্ধ মানুষ দিনের বেলাতেও অন্ধকার দেখে। তাঁর দাবি, ভারতের জিডিপি আজ বিশ্বের কাছে উদাহরণ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারও রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ নিরাপদ রয়েছে এবং গত ১২ বছর ধরে মানুষ ভালো আছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দিলীপের কটাক্ষ, দেশে কেউ তাঁর কথা শোনেন না বলেই রাহুল বিদেশে গিয়ে এসব কথা বলেন।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যের প্রসঙ্গেও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ক্ষমতা হারালে ওরা কখনও ইভিএম, কখনও নির্বাচন কমিশনকে দোষ দেয়। এখন আদালতকে নিশানা করছে। তাঁর মতে, দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা মানে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে আঘাত করা।ধর্মান্তর নিয়েও এদিন মন্ত্রী কড়া মন্তব্য করেন। দিলীপ ঘোষের দাবি, শুধু স্কুলে নয়,বিভিন্ন জনবসতি ও ঘিঞ্জি এলাকাতেও ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটছে। তাঁর বক্তব্য, এই কাজকে দেশবিরোধী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। ধর্মান্তর বন্ধ করতে প্রয়োজনে নতুন আইন আনার কথাও বলেন তিনি।

সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের মূল পাণ্ডা গ্রেপ্তার, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের অভিযানে ধৃত মালেক শেখ

জঙ্গিপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের বিরুদ্ধে তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে খোঁজ চালানোর পর অবশেষে এই পাচার চক্রের অন্যতম মূল অভিযুক্ত মালেক শেখকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পিরোজপুর এলাকায়। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাহুরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় সোনা পাচারের সঙ্গে মালেক শেখের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সূত্র ধরেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সন্ধানে ছিলেন তদন্তকারীরা। অবশেষে বুধবার পুলিশের অভিযানে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারিকে সোনা পাচার চক্রের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সীমান্তের ওপারে বা এপারে আরও কোনও পাচারকারী সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারের পদ্ধতি, সোনার উৎস এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা।বৃহস্পতিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানোর কথা পুলিশের। এই পাচার চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত, এখন সেটাই তদন্তকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন বলে মনে করা হয়।

পাতিয়ালায় ভাকরা খালের ওপর ভেঙে পড়ল সেতু আগুন লাগল ট্রাকে, আহত এক

পাতিয়ালা (পাঞ্জাব), ১৯ নভেম্বর পঞ্জাবের পাতিয়ালা-সাঙ্গরুর বাইপাসে পাসিয়ানা গ্রামের কাছে ভাকরা খালের ওপর থাকা একটি সেতু আচমকাই ভেঙে পায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। সেতুটি ধসে পড়ার ফলে দুটি পণ্যবাহী ট্রাক ভাঙা অংশের গর্তে পা যায় এবং তার মধ্যে একটি ট্রাকে ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছায়ি পড়েছে।খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীদের দীর্ঘক্ষণের আপ্রাণ চেষ্টায় জ্বলন্ত ট্রাকটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে সেতুটি ঠিক কী কারণে ভেঙে পাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রশাসনের তরফে এই দুর্ঘটনায় হতাহত বা জখমদের বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে।প্রত্যক্ষদর্শী ও দুর্ঘটনাস্থলে থাকা রাজবীর নামে এক ট্রাক চালক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, আমার নাম রাজবীর। আমি মানসার দিকে যাচ্ছিলাম। সেতুটি কীভাবে ভেঙে পড়ল, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। দুটি ট্রাকও ভাঙা অংশের গর্ত

স্টেশনে দাঁড়িয়ে সেলফি, ফিল্ম ডিরেক্টরের স্ত্রী ও মেয়ের চরম পরিণতি

নিম্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৯ নভেম্বরঃ বাবা মুম্বইয়ের ফিল্ম ডিরেক্টর। মেয়ে আইন নিয়ে পড়াশোনা করতেন, জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়ও। মুম্বই ফেরার কথা ছিল তাঁর। হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে সেলফি মেয়ের। আর সেটাই শেষ। মুম্বাইয়ের ফিল্ম ডিরেক্টরের স্ত্রী ও মেয়ের উত্তরপাড়ায় রেল ট্র্যাক পার হতে গিয়ে বৈশালী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু। মৃতদের নাম আভা ঝা, ওরফে আভা মোহিত ঝা, বয়স ৪৮ বছর এবং তাঁর মেয়ে প্রগতি ঝা, বয়স ১৯ বছর। প্রগতি মুম্বই থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা মুম্বাইয়ে থাকেন। আভার স্বামী মোহিত কুমার ঝা মুম্বাইয়ে ফিল্ম



ডিরেক্টর। ছট উপলক্ষে তাঁরা ধানবাদে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উত্তরপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। আগামীকাল তাঁদের মুম্বাই ফেরার ফ্লাইট ছিল। রাত ১১টা নাগাদ উত্তরপাড়া স্টেশন এলাকায় ট্র্যাক পার হওয়ার সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন বেলুড় জিআরপিতে আসেন। মৃতদেহের পরিবারের সদস্য চন্দন কুমার ঝা জানিয়েছেন, তিনি ভাগলপুরে অ্যাডভোকেট। গ্রামের বাড়ি থেকে তিনি এসেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের সহযোগিতা করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় গোটা পরিবারে শোকের ছায়া।

রূপান্তরকামীদের নিয়ে রাজ্যের বড় পরিকল্পনা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক সম্মান নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। এবার থেকে পুরসভার বাড়ি ও সম্পত্তি কর আদায়ের কাজে যুক্ত করা হতে পারে রূপান্তরকামীদের। শুধু কর আদায় নয়, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজেও তাঁদের নিয়োগের ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত রূপান্তরকামীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চায় সরকার। এর জন্য তাঁদের সাম্মানিকও দেওয়া হবে। অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, রূপান্তরকামীদের পুনর্বাসনের জন্য একটি বিশেষ নীতি তৈরির কাজ চলছে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করার পরিবর্তে তাঁরা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং



সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ করবেন। হেলমেট পরা, সিটবেল্ট বাঁধা এবং রাস্তায় থুতু না ফেলার মতো বিষয়ে সচেতনতা প্রচারেও তাঁদের যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি পুরসভার বাড়ি ও সম্পত্তি কর আদায়ের কাজেও তাঁদের নিয়োগ করা হতে পারে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই কাজের বিনিময়ে তাঁদের নির্দিষ্ট সাম্মানিক দেওয়া হবে। এর ফলে একদিকে যেমন রূপান্তরকামীদের আয়ের সুযোগ তৈরি হবে, অন্যদিকে পুরসভাগুলির কর আদায়ের কাজেও গতি আসবে বলে মনে করছে সরকার। বকেয়া কর আদায়ে ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে বাড়ির মালিকেরা বকেয়া কর মেটালে মূল করের পুরো টাকাই দিতে হবে, তবে জমে থাকা জরিমানার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। দীর্ঘদিনের করখেলাপিদের বকেয়া মেটাতে উসাহিত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সরকারের দাবি, রূপান্তরকামীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে যুক্ত করা হলে একদিকে তাঁদের সম্মানজনক জীবিকা তৈরি হবে, অন্যদিকে পুরসভাগুলির আয় বাড়ানোর পথও খুলবে। অর্থাৎ, সামাজিক পুনর্বাসন এবং পুরসভার রাজস্ব আদায়-দুই লক্ষ্যেই এই নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার।

হাইকোর্টে ফের ধাক্কা সুমিত রায়ের

অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ মিলল না অভিষেকের আপ্ত সহায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় ফের আইনি ধাক্কা খেলেন। তাঁর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে আপাতত আদালতের কাছ থেকে কোনও প্রকার সুরক্ষা পেলেন না তিনি। সুমিত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির মদতে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ভিত্তিহীন ও মিথ্যে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হয়রানি ও ফাঁসানোর উদ্দেশেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছিলেন অভিষেকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নিজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। সুমিত বিশেষ দুটি বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানিয়েছিলেন। প্রথমত, তাঁর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে নতুন করে আর কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারবে না রাজ্য প্রশাসন আর দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেই মামলাগুলির ক্ষেত্রেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম কড়া পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।তবে সুমিতের সেই অন্তর্বর্তী



সুরক্ষার আবেদন গ্রহণ না করে তা খারিজ করার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা হাইকোর্ট। চলমান মামলাগুলি এবং সম্ভাব্য প্রশাসনিক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এখন পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল। এদিকে, পুলিশের হাতে ধৃত স্বামীর নিরাপত্তা এবং জীবন নিয়ে তীব্র আতঙ্ক ও উদ্বেগে রয়েছেন সুমিতের স্ত্রী। তাঁকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপারকে কড়া নির্দেশিকা পাঠানোর পাশাপাশি এক সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন। সুমিতের স্ত্রী এও অভিযোগে জানিয়েছেন যে, পুলিশি হেফাজতে সাম্প্রতিককালের কিছু 'এনকাউন্টার ডেথ'-এর ঘটনা তাঁর এই আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, পুলিশ মিথ্যে এনকাউন্টারের গল্প সাজিয়ে তাঁর স্বামীকেও খুন করতে পারে।

খাদ্য সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, বন্ধ গড়িয়ার কস্তুরী রেস্তোরাঁ



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ কলকাতার জনপ্রিয় বাঙালি খাবারের রেস্তরাঁগুলির মধ্যে অন্যতম কস্তুরী। শহরের একাধিক জায়গায় এই রেস্তোরাঁর শাখা রয়েছে। তবে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম না মানার অভিযোগে এবার বন্ধ করে দেওয়া হল গড়িয়ার কস্তুরী রেস্তোরাঁর একটি শাখা। কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের এই পদক্ষেপ ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় নজরদারি ও পরিদর্শন চালাচ্ছেন কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকেরা। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই গড়িয়ার কস্তুরী রেস্তোরাঁয় পৌঁছন তাঁরা। সেখানে খাবার তৈরির পদ্ধতি, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনের সময় খাদ্য সুরক্ষা বিধি সংক্রান্ত একাধিক ত্রুটির অভিযোগ সামনে আসে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁর শাখাটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও কী কী নির্দিষ্ট অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে, সে বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর আগে থেকেই কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ শহরের বিভিন্ন নামী রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং খাবারের দোকানে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। খাবারের গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে কি না, সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না এবং রান্নার জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না, মূলত সেই বিষয়গুলিই পরীক্ষা করছেন আধিকারিকেরা। এই নজরদারির আওতায় এর আগেও শহরের একাধিক খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। কোথাও সাময়িকভাবে ব্যবসা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর পুনরায় পরিষেবা চালুর অনুমতি মিলেছে।এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গড়িয়ার কস্তুরী রেস্তোরাঁর শাখাটি কবে আবার খুলবে। প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন এবং পরবর্তী পরিদর্শনের পরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

গভীর রাতে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে সিআইডির কড়া নাড়া! শামিম বাড়ি আছো?

হাজার চেষ্টাতেও মিলল না সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, দঃ ২৪ পরগনা, ১৯ নভেম্বরঃ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির সামনে হাজির সিআইডি। দরজায় বারবার কড়া নাড়া, ভিতরে থাকা লোকজনকে ডাকাডাকি, এমনকী নিজেদের পরিচয় দিয়ে হয় দরজা খোলার আবেদনও। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও মেলেনি কোনও সাড়া। বুধবার গভীর রাতে মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের ডায়মন্ড হারবারের হিঞ্চেবেড়িয়ার বাড়িতে যৌথ অভিযান চালাল সিআইডি ও ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। তবে সেই সময় বাড়িতে বিধায়ক ছিলেন না বলে জানা যাচ্ছে। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ আধিকারিকরা বারবার দরজা খোলার কথা বলছেন। তাঁদের বলতে শোনা যায়, 'দরজাটা খুলুন, থানা থেকে এসেছি।' বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করেও ভিতর থেকে কারও সাড়া পাননি তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের এই তৎপরতার পিছনে ডায়মন্ড হারবারের একটি জমি দখলের মামলা রয়েছে বলে অনুমান। অভিযোগ, গত বছরের আগস্টে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে এক মহিলার পরিবারের প্রায় ১.৮৫ একর জমির মালিকানা বদল



করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ওই অভিযোগে অভিযুক্তদের তালিকায় দ্বিতীয় নাম শামিম আহমেদের। মহিলার দাবি, বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা বাড়িতে গিয়ে হুমকিও দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে স্থানীয় পুলিশ তখন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেও অভিযোগ তাঁর। বর্তমানে মামলাটির তদন্ত করছে সিআইডি। এর আগে ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই কার্যালয়টি শামিমের বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও টাকা উদ্ধারের ঘটনায় নিজের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছিলেন বিধায়ক। ঘটনাটিকে সাজানো আখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। এই অভিযান নিয়ে এখনও পর্যন্ত শামিমের পরিবারের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে পরিবার সূত্রে খবর, বিধায়কের বাবা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। অন্যদিকে, এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তৃণমূলের মুখপাত্র প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, শামিম ঋতব্রত শিবির ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর পর থেকেই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে। ফলে অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতরও শুরু হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন স্টেশনেই বাড়তে যাত্রী সুরক্ষা

হাওড়ায় বিশেষ উদ্যোগ পূর্ব রেলের, প্রচারে ঊষা উত্থুপের গান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৯ নভেম্বরঃ শুধু পরিচ্ছন্নতা নয়, যাত্রী সুরক্ষার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে স্টেশনের পরিবেশ। আবর্জনামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মে দৃশ্যমানতা বাড়লে অপরাধমূলক কাজকর্মের উপর নজরদারিও সহজ হয়। এই বার্তাকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ি চত্বরে বৃহস্পতিবার আয়োজিত হল 'স্বচ্ছতা সে সুরক্ষা তক' শীর্ষক বিশেষ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের (এনএইচআরও) সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে, হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ। পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তাকে একই সূত্রে বেঁধে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে ডিআরএম বিশাল কাপুর বলেন, ''রেলের পক্ষ থেকে নিয়মিত স্বচ্ছতা ও যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। তবে এদিন দুটি বিষয়কে একসঙ্গে যুক্ত করার বিশেষ কারণ রয়েছে।'' তাঁর কথায়, ''পরিচ্ছন্ন ও আবর্জনামুক্ত প্ল্যাটফর্মে দৃশ্যমানতা বাড়ে। ফলে মানব পাচার, শিশু পাচার-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ সহজেই নজরে আসে আরপিএফের। যাত্রীদের মধ্যে কোনও বিবাদ বা সমস্যা তৈরি হলেও দ্রুত সহযোগিতা করা সম্ভব হয়। স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'' এনএইচআরও-র সহযোগিতায় পরিকল্পিত এই কর্মসূচিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি রেল কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করেছে বলেও জানান তিনি। আগামী দিনে এই প্রচার আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ।



রেলকে উৎসর্গ করে একটি গানও পরিবেশন করেন তিনি। সেই গানকে আগামী দিনে সচেতনতা প্রচারের কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের। ঊষা উত্থুপ বলেন, ভারতীয় রেলের পরিষেবা ও সহযোগিতা বরাবরই তাঁর কাছে প্রশংসনীয়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি, নানা ধরনের কোচে ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গিটার, স্পিকার-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও রেল সবসময় সহযোগিতা করেছে। বর্তমানে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ট্রেনে যাতায়াত কম হলেও রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির প্রশংসা করেন তিনি। বিশেষভাবে প্রশংসা করেন হাওড়া স্টেশনের সৌন্দর্যেরও। তাঁর মতে, হাওড়া স্টেশনের নিজস্ব একটা আকর্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি জীবনের প্রতিকূলতা মোকাবিলায় ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখার বার্তাও দেন শিল্পী। তাঁর কথায়, কখনও নিজের সমস্যাকে সবচেয়ে বড় বলে ভাবা উচিত নয়। বরং নিজের বিশ্বাস ও শক্তির উপর ভরসা রাখতে হবে। ''খোদাকে কখনও বলো না, আমার সমস্যা অনেক বড়। বরং সমস্যাকে বলো, আমার খোদা অনেক বড়।'' ঊষা উত্থুপের এই বার্তার মধ্য দিয়েই এদিনের কর্মসূচিতে সঙ্গীতের পাশাপাশি জীবনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও উঠে আসে। সব মিলিয়ে পরিচ্ছন্নতা, সচেতনতা ও যাত্রী সুরক্ষার বার্তা নিয়ে হাওড়া স্টেশনের এই উদ্যোগে বাড়তি মাত্রা যোগ করল ঊষা উত্থুপের উপস্থিতি ও সঙ্গীত পরিবেশনা।

পাম অ্যাভিনিউতে আগুন, গুদাম থেকে দ্রুত ছড়ায় পাশের বস্তিতে



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ গুদামে আগুন লেগে মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ল সংলগ্ন বস্তিতে। বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতার পাম অ্যাভিনিউতে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে পরপর একাধিক ঘরে তা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল জানিয়েছে, বুধবার বিকেল ৪টে নাগাদ একটি গুদামে প্রথম আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমশ আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও। গুদামটির পাশেই ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা। ফলে রাতের দিকে আগুন ছড়াতে বিশেষ সময় লাগেনি। একের পর এক ঘরে আগুন পৌঁছে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এর মধ্যেই সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো একটি বিকট শব্দ শোনা যায় বলে খবর। দ্রুত গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়তে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়ে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। ঘরগুলির ভিতরে যাঁরা ছিলেন, প্রথমেই তাঁদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়। ফলে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি বা বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি। এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হওয়ায় আগুন নেভানোর কাজে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। পাশাপাশি ঘরগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির দূরত্ব কম থাকায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Asphaltum), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ASPH/P.B/BNG-12/2026-27
Name of the Work: **Marshal test and ingredients test for quality control of Hot mix produced from DM-45 and DM-50 Plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **150 Days.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/P.B/BNG-17/2026-27
Name of the Work: **Supply and fitting, fixing of solid tire for road cutting, cold milling machine W-100 H1 at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: KMC/ASPH/P.B/BNG-13/2026-27
Name of the Work: **Testing for pollution control of DM-45 and DM-50 Plant from WBPCB Authorized Agency under Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid: **03.12.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **05.12.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **19.11.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/US/HQ/63/26-27/72 (1st Call)
Name of the Work: **Beautification with landscaping work infront of newly constracted Pay and Use Toilet at Beck Bagan and Shakespeare Sarani Crossing in Ward No.-63.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,99,179.33.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/US/HQ/63/26-27/71 (1st Call)
Name of the Work: **Extension and Beautification of newly constracted Pay and Use Toilet at Auqland Squar in Ward No.-63.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,97,415.43.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid: **30.11.2026 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for Technical Proposals: **02.12.2026 at 11.30 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.11.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Uttaran Services, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/US/HQ/59/26-27/73 (1st Call)
Name of the Work: **Beautification of newly constracted Pay and Use Toilet near 6/1, Dehi Sri Rampur Road in Ward No.-59.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **1,94,233.20.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **30.11.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals: **02.12.2026 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **Dy. C.E. (M)/Sewer Cleansing Wing under Sewerage & Drainage department, KMC** invites e-Tender online for following works:

(1) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/17
Name of the Work: **Overhauling, repairing & replacement of damaged components of Power Bucket Machine Set No.-3 & 5 (4 Nos. Engine) under Sewer Cleansing-Central.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **2,21,651.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **10 days.**

(2) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/18
Name of the Work: **Repairing and replacement of damaged components of Gully pit Emptier machine having Vehicle No. WB-05-6476, WB-05-6514 & WB-05-6517 under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **2,91,669.00**. Earnest Money: ₹ **5,900.00.** Period of Completion: **10 days.**

(3) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/16
Name of the Work: **Repairing and replacement of damaged components of Jetting cum Suction machine (Standard size) having Vehicle No. WB-05A-6696, WB-05A-0651 & WB-05A-0674 under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **2,98,928.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.11.2026 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details will be available on and from **23.11.2026 (9 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. C.E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/CLOG/DWF/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **De-clogging of DWF Pump Unit with other allied works at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **1,24,654.00**. Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **153 days.**

(2) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/FLOAT/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Removal of floating materials from screen chamber and sump chamber by engagement of diver to ensure trouble free operation of Pump Unit at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **1,30,128.00**. Earnest Money: ₹ **2,700.00.** Period of Completion: **153 days.**

(3) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/CLOG/SWF/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Clog cleaning of SWF Pump Unit with other works at Joka combined DPS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **153 days.**

(4) NIT No.: KMC/GRBU/KABI/FLOAT/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Clog cleaning operation of DWF & SWF pumps and removal of floating materials from sump chamber for five months at Kabitirtha DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **2,30,644.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **153 days.**

(5) NIT No.: KMC/GRBU/KABI/SCREEN/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Contractual arrangement for cleaning of screens at Kabitirtha DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **1,00,630.00**. Earnest Money: ₹ **2,100.00.** Period of Completion: **153 days.**

(6) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/SCREEN/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Contractual arrangement for cleaning of screens at Joka combined Drainage Pumping Station under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **2,95,970.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **153 days.** Last date and time of submission of Bid: **03.12.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **25.11.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 6).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/VI/047/007/2026-2027/D, (2) NIT No.: KMC/VI/047/008/2026-2027/D published in this Newspaper on **07.11.2026** (Key No. 703/26-27) of **Engineering (Civil)/Br-VI Department** (Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid will read as **25.11.2026 – 3 p.m.** instead of 17.11.2026 – 3 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Bid will read as **27.11.2026 – 3 p.m.** instead of 19.11.2026 – 3 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). All other details are remain unchanged. **(734/26-27)**

২৮ বছর পর খারাপ আবহাওয়ার জন্য স্থগিত চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৯ নভেম্বরঃ খারাপ আবহাওয়ায় স্থগিত হয়ে গেল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন। শোভাযাত্রা হবে রবিবার। বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ও প্রশাসনের কর্তারা। তবে রীতি মেনে বৃহস্পতিবার ঘট বিসর্জন দেওয়া যাবে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে শনিবার দিনেরবেলা যারা বিসর্জন করতে চায় তারা বিসর্জন দিতে পারবে। তবে রাতের বিসর্জন পর্ব সবই হবে রবিবার। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল জগদ্ধাত্রীর বিসর্জন। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে ভোর থেকেই খারাপ হতে থাকে আবহাওয়া। শুরু হয় বৃষ্টি। এই রকম আবহাওয়ায় কী করে বিসর্জনের শোভাযাত্রা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বৈঠকে বসে চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। প্রশাসনের আধিকারিকরাও বৈঠকে বসেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার , ৩ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

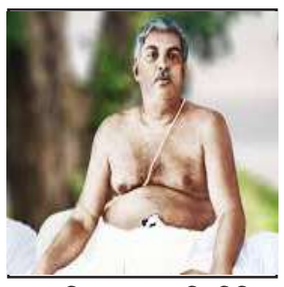
পণ্ডিত হরপ্রসাদ

পেশাদার জগত ছাড়িয়ে, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছিল লতা-হেমন্ত সম্পর্ক। ১৯৪৫ সাল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস নিয়ে তখন হিন্দি সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে মুম্বাইয়ের ফিল্মিস্তান। পরিচালক হেমেন গুপ্ত, আর সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কয়েকদিন রিহার্সালও দিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। কিন্তু রেকর্ডিং-এর সময় বাধ সাধলেন পরিচালক। একের পর এক টেক কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না হেমেন গুপ্তর। অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজে তাঁর গান শুনে সন্তুষ্ট। হেমেন গুপ্তর আচরণে তিনি নিজে রেগে উঠছেন। অথচ লতা নিরুত্তাপ। পরপর ২১টি টেক দিয়ে গেলেন একটুও উত্তেজিত না হয়ে, শুধুমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে। ফিল্মিস্তানের সঙ্গে সেই সময় লতার সম্পর্ক ভালো ছিল না। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছিলেন, লতা এই ছবিতে গান গাইবেন না। অথচ লতাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে 'বন্দে মাতরম' গানটি গাওয়ানোর কথা ভাবতেই পারছিলেন না হেমন্ত। তাই নিজেই একদিন হাজির হলেন লতার বাড়িতে। সেই থেকেই দুজনের মধ্যে একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারিশ্রমিক নিয়ে কোনোরকম কথা না বলে, শুধুমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্যই গান গাইতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন লতা। হেমন্তবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, লতা মঙ্গেশকর আনন্দমঠ-এ গান গাইতে সম্মতি দেওয়ার সময় বলেছিলেন, প্রযোজকদের সাথে আমার পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা নেই, আমি শুধুমাত্র হেমন্তবাবুর জন্য গাইবো। গানের জগত থেকে এই সম্পর্ক এসে পৌঁছেছিল ঘরের অন্দরমহলেও। হেমন্ত তখন এক বন্ধুর বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই তাঁর স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় লতার। হেমন্ত-বেলা দম্পতির দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময়ও তাঁরা মুম্বাইতেই ছিলেন। হেমন্ত তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একদিন বেলা মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হলেন লতা। বললেন, গর্ভবতী মহিলাদের পছন্দের খাবার খাওয়ানোর রীতি বাঙালিদের মতোই মারাঠিদের মধ্যেও আছে। তিনি সেদিন গর্ভবতী বেলাকে তাঁর 'সাধ' খাইয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর পর অসংখ্য সিনেমায় হেমন্তর সঙ্গে কাজ করেছেন লতা। গানগুলি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু সিনেমাগুলি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন হেমন্ত। ১৯৫৪ সালে 'নাগিন' ছবিটির সময় তিনি লতাকে বলেছিলেন, এরপর তাঁকে মুম্বাই ছাড়তে হবে। কিন্তু লতা সাহস জুগিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এবার অন্যরকম কিছু হবে। আর হলও তাই। প্রথম কয়েকদিন মুম্বাই শহরে হল ফাঁকা যাচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই খবর পাওয়া গেল উত্তরপ্রদেশের হলগুলিতে হাউসফুল 'নাগিন'। কয়েকদিনের মধ্যেই ভিড় বাড়তে শুরু করল মুম্বাইয়ের হলগুলিতেও। বাংলা গানের জগতেও লতা মঙ্গেশকরের আত্মপ্রকাশ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। ১৯৫২ সালে প্রথমবার কলকাতা এসেছিলেন লতা। এসে উঠেছিলেন হেমন্তর বাড়িতেই। ৪ বছর পর আবার ফিরলেন কলকাতা। তবে এবার একেবারে গানের রেকর্ডিং-এর জন্যই। বাঙালি শ্রোতাদের মন মাতিয়ে দিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লতা গাইলেন 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে'।

বটুকেশ্বর দত্ত

ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ে এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীর অসমাপ্ত উপাখ্যান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগৎ সিং একটি উচ্চারিত নাম। তাঁর সাহস, আত্মত্যাগ এবং ফাঁসির মঞ্চে অবিচল উপস্থিতি আজও প্রজন্মকে আলোড়িত করে। কিন্তু সেই ভগৎ সিংয়ের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর এক তরুণ বিপ্লবীকে আমরা কতটা মনে রেখেছি? যিনি একই সাহসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বুকের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, যিনি একইভাবে কারাবরণ করেছিলেন, যিনি একই আদর্শে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, অথচ স্বাধীনতার পরেও যাঁর জীবনে জোটেনি প্রাপ্য সম্মান, স্বীকৃতি কিংবা সামান্য নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বটুকেশ্বর দত্তের ১৯১০ সালের ১৮ নভেম্বর বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে জন্ম। পিতা গোষ্ঠবিহারী দত্ত রেলের চাকরির সূত্রে কানপুরে থাকতেন। ফলে বটুকেশ্বরের শৈশব ও শিক্ষাজীবনের বড় অংশ কেটেছে কানপুরে। ১৯২৫ সালে সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও যে এক অন্য শিক্ষার সূচনা হয়ে গিয়েছিল, তা তখন কেউ বুঝতে পারেনি। কানপুরের ছাত্রজীবনেই পরিচয় ঘটে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর 'প্রতাপ' পত্রিকার সংস্পর্শে এসে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা আরও শাণিত হয়। সেই সূত্রেই পরিচয় ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে। এই পরিচয় নিছক দুজন তরুণের বন্ধুত্বে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমে তা পরিণত হয়েছিল এক গভীর আদর্শগত সহযাত্রায়। দুজনের লক্ষ্য এক, স্বপ্ন এক, শত্রু এক;ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বিপ্লবী মহলে বটুকেশ্বর পরিচিত ছিলেন 'বি.কে' নামে। তিনি যোগ দিয়েছিলেন Hindustan Socialist Republican Association HSRA-তে। শুরু হয়েছিল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ, বিস্ফোরক তৈরি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিল না কোনও রাজনৈতিক স্লোগান। স্বাধীনতা ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে নিজের দেশকে নিজের হাতে গড়ে তোলার অধিকার। সংসদ ভবনের বুকে যে বিস্ফোরণ ছিল আসলে এক জাতির প্রতিবাদ। ১৯২৯ সাল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার আরও সংকুচিত করতে এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দমন করতে কঠোর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে HSRA-র মধ্যে আলোচনায় ঠিক হল কেন্দ্রীয় আইনসভায় এমন এক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সঙ্গীত জগতে মাইলস্টোন হলেন সুরকার সলিল চৌধুরী

সুরঞ্জন হালদার

'সলিল চৌধুরী আমার বিচারে এক বিশেষ রাগের নাম, যে রাগের ব্যাকরণ তার সুরের সাগরে ডুব দিয়েও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ, সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরীকে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনের বেড়ে ওঠা গল্পগুলিকে এবং তাঁর বেড়ে ওঠার সময়ের সামাজিক, রাজ নৈতিক পরিস্থিতি সাম্য-অসাম্যের লড়াইকে ঘিরে তাঁর অনুভবী চেতনা, পৃথিবীর সব ধরনের সংগীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং এই সমস্ত পরিবেশ থেকে উঠে আসা যে চেতনা সলিল চৌধুরীর সৃষ্টিশীল জগার আমাদের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তা অন্য এক মহাজাগতিক গ্রহের ভাষা শেখায়। পথে নামলে পথ হারানোর আশঙ্কা থাকে, কিন্তু পথ হারানোর প্রত্যয় নিয়ে পথে নামা এবং সেই পথে নিজেকে শুধুমাত্র ধূলিকণা হিসেবে রেখে যেতে পারার যে সিদ্ধান্ত, তা বুঝিয়ে দেয়, তাঁর মধ্যে 'ক্ষুদ্র আমি' ও 'বৃহৎ আমি'-র দর্শন কীভাবে জাগ্রত ছিল। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই দেখানো পথে বলতে পেরেছেন, 'আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে', জীবনকে নতুনভাবে দেখতে পাওয়ার কথা। সলিল চৌধুরীর সাংগীতিকতার উদাহরণ, অর্থাৎ, বেসিক বাংলা গান, বিভিন্ন ভাষায় চলচ্চিত্রের গান, দেশাত্মবোধক গান ইত্যাদি আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হওয়া গানের তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। কিন্তু সেই সব গান কণ্ঠে ধারণ করার জন্য বিশেষ সাংগীতিক দক্ষতা, সুর-তাল-ছন্দকে গ্রহণ করার ক্ষমতা, রাগরাগিণীর সঙ্গে কর্ড প্রোগ্রেশনের একাত্মতাকে বুঝতে পারার শিক্ষা এবং অবশ্যই নীরব, নিভৃত সাধক-সাধিকা হওয়ার জন্য নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠতে হয়। এই বিষয়ে সঠিক সংগীতবিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম এখনও তৈরি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে রাগ সলিল চৌধুরীকে আত্মীকরণের কোনো সহজ রাস্তা নেই। স্রষ্টার জীবন দর্শনকে অনুভব করতে না শিখলে সলিল চৌধুরীর গান তুলে নেওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সেটা প্রকৃত অর্থে গান শিখে তাকে কণ্ঠে ধারণ করা সম্ভব নয়। শতবর্ষ মানে শুধু উৎসব নয়। শতবর্ষ মানে ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে যথার্থভাবে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। সলিল চৌধুরীকে এখনও বিশ্বসংগীত জগৎ সেভাবে খুঁজে পায়নি। যেমন, বিশ্বসংগীত জগৎ রবীন্দ্র নাথের সংগীতভাবনাকেও খুঁজে পায়নি। তাই আমাদের অনেক দায়িত্ব। নিশ্চয়ই আগামী দিনে সলিল চৌধুরীর সংগীতভাবনাকে আরও নতুন করে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে, হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর রেখে যাওয়া রাগিণীর তাৎপর্যকে , এই আশা। তিনি স্রষ্টা। তিনি বাংলা গানের নবজন্মলাভের দিশারী। তিনি কিংবদন্তি। তিনি সলিল চৌধুরী।' (অগ্নিভ ব্যানার্জি) কবি, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার এবং গল্পকার সলিল চৌধুরী। জন্মঃ- ১৯ নভেম্বর, ১৯২৫সাল। চল্লিশের দশকের শেষ দিক। গণসঙ্গীতের জোয়ার বাংলায়। ১৯৪৪ সালে যখন তরুণ সলিল তাঁর স্নাতক পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন, তখনই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আইপিটিএ-এ (Indian Peoples Theater Association) যোগ দেন। এ সময় তিনি গান লিখতে এবং সুর করা শুরু করেন। আইপিটিএ এর সাংস্কৃতিক দলটি বিভিন্ন শহর এবং গ্রামগঞ্জে ভ্রমণ করতে থাকে, যা এই গানগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে। বিচারপতি, রানার এবং অবাক পৃথিবীর মত গানগুলো তখন সাধারণ জনতার কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। নতুন কয়েকটি গণসঙ্গীত নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গেছেন গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী। শুনে তারিফ করলেন হেমন্ত, কিন্তু বললেন 'এ সব গান তো রেকর্ড করা যাবে না, অন্য গান থাকে তো দাও।' কথা শুনে ফিরেই আসছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনে হল আর একটা গান শোনানো দরকার। আধখানা লেখা হয়েছে তখনও অবধি। আবার উঠে গিয়ে কবিতার খাতা খুলে সুর শোনালেন। হেমন্তের কথায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এ এক আশ্চর্য কীর্তি। বলা যায় সেই মুহূর্তেই জন্ম নিল রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলার সেরা কাব্যগীতিগুচ্ছ 'কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো'। সেদিন রাত্রে ফিরে এসেই বাকি অংশটা লিখে ফেললেন সলিল চৌধুরী। পুজোর গানের রেকর্ড বেরোল। বাকিটা ইতিহাস।



এরপর হেমন্ত-সলিলের ঝুলিতে একের পর এক সোনার গান- 'রানার' 'পাল্কীর গান' 'পথে এবার নামো সাথী' 'ধিতাং ধিতাং বোলে' 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' 'শোনো কোনও এক দিন' প্রভৃতি। আধুনিক বাংলা গানের নতুন ধরার প্রবর্তন হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। তাঁর কবিতা অসামান্য সুরে কথা বলে উঠেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরের মিশেলে, ঘন স্ট্রিংস আর বাঁশির বুনিয়াদে সঙ্গীতের প্রাসাদ গড়েছেন তিনি। সলিল চৌধুরী। বাংলা গানে নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছিল সলিল চৌধুরীর গণ সঙ্গীত! পঞ্চাশের মন্বন্তরে সলিল সৃষ্টি করলেন একের পর এক গান, 'তোমার বুকে খুনের চিহ্ন খুঁজি এই আঁধারের রাতে','পৌষালি বাতাসে পাকা ধানের বাসে', 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে'। তাঁর লেখা গণসংগীত অনুপ্রেরণা দিল ছাত্র-মজুর-কৃষকসহ সব অধিকার বঞ্চিতদের। 'এদেশ তোমার আমার/ আমরা ভরি খামার/ আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায়' কথা ও সুরের আবেদনে আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সকলের গান হয়ে উঠল। গণসঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন বার বার এসেছে তাঁর গানের কথা আর সুরের মূর্ছনায়। 'মর্জিনা আবদাল্লা'র বাণিজ্যিক ছবির গ্ল্যামারাস গল্পেও কাঠুরিয়াদের গানে মাটির মানুষের টান- 'ও ভাইরে ভাই/ হে হে, আয় রে আয়/ আয়রে কুড়ুল করাত নিয়ে/ পোড়া বরাত নিয়ে/ জঙ্গলে জঙ্গলে আয় রে/ আয় রে কাটি কাঠ, কাটি কাঠ, কাটি কাঠ।' চাঁদ ফুল জোছনা ছাড়াই, প্রেমের গুন গুন গুঞ্জন বাদ দিয়েও, যে পথে নেমে মানুষের হাতে হাত রেখে বলা যায় 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি,' দেখালেন সলিল চৌধুরী। আরও পরে বলেছেন, 'আমি পথ খুঁজি না তো, পথ মোরে খোঁজে।' তাঁর সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় গলায় 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' কিংবা 'উজ্জ্বল, এক ঝাঁক পায়রা/ সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে/ চঞ্চল পাখনায় উড়ছে' শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়। সলিল চৌধুরীর সুরে- 'ঝির ঝির ঝির ঝির বরষা/ আমার হয় কি গো ভরসা/ আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে'-তে খুঁজে পাই যেন অন্য ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে।

গান আর সুর নিয়েই জন্মেছিলেন সলিল চৌধুরী। পৃথিবী তাঁকে মনে রাখে তাঁর সুরের জন্য। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল নানা ধারায়। সেই অন্য দিকগুলো নিয়ে তেমন চর্চা হয় না। 'সুরকার' সলিল চৌধুরীর প্রতিভার দীর্ঘ ছায়ায় বারবার ঢাকা পড়ে যান কবি সলিল, গল্পকার সলিল, চিত্রনাট্যকার সলিল। মুম্বই যাওয়ার ডাকও কিন্তু এসেছিল গল্পকার সলিলের কাছে। সলিল চৌধুরীর 'রিকশাওয়ালা' গল্প নিয়ে ছবি করবেন বিমল রায়। ডাক পড়ল তাঁর। বন্ধু হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় বিমল রায়কে বললেন, সলিল তো মূলত গান-বাজনারই লোক। ওকেই যদি 'দো বিঘা জমিন'-এর সঙ্গীতের দায়িত্ব দেওয়া হয়! খুব কম মানুষই জানেন 'দো বিঘা জমিন'-এর গল্পটি তাঁর লেখা। সূচনা হল সলিল চৌধুরীর নতুন যাত্রা। সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের গলায় 'ও সাজনা বরখা বাহার আয়ি' আজও জনপ্রিয়। বিমল রায়ের ছবি 'পরখ'-এর গান। কিন্তু ক'জনই বা জানেন, এ ছবির গল্পটিও সলিলেরই? 'দো বিঘা জমিন', কিংবা 'পরখ'-জীবনধর্মী। এর মতো জীবনধর্মী কাহিনী ছবির পটভূমি হয়ে উঠেছিল। একটি হিন্দি ছবি পরিচালনা করেন।

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাঈ

লাল বিহারী দে

মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী, তজাতীয় বীরাঙ্গনা। রাণী লক্ষ্মী বাঈ। জন্মঃ- ১৯ নভেম্বর, সাল। কীর্তি গাঁথাঃ- রাণী লক্ষ্মী বাঈ ভারতবর্ষের 'জাতীয় বীরাঙ্গনা' হিসেবে সম্মানিত হয়ে আসছেন। ভারতীয় রমণীদের সাহসী প্রতীক ও প্রতিকল্প হিসেবে তিনি চিত্রিত হয়ে আছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র প্রথম নারী সৈন্যদলের নামকরণ করেন রাণী লক্ষ্মী বাঈকে স্মরণপূর্ব্বক। ঐতিহাসিক গ্রন্থঃ- মহাশ্বেতা দেবী ঝাঁসী কি রাণী নামে একটি বই লিখেছেন। বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন সাগরী এবং মন্দিরা সেনগুপ্তা। উক্ত বইয়ে রাণী লক্ষ্মী বাঈ সম্বন্ধে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি, প্রচলিত লোকগাঁথা, কবিতাসমগ্র এবং মুখে মুখে চলে আসা বিভিন্ন তথ্যাবলী সমন্বয় করার মাধ্যমে গবেষণা করা হয়। ঐতিহাসিক দলিলগুলোর অধিকাংশই ঝাঁসীর রাণীর নাতি জি.সি. তাম্বের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত মূল বইটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও নিওয়াকরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মণিকর্ণিকা। এভাবেই তিনি ঝাঁসীর রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বিয়ের পরই তার নতুন নামকরণ হয় লক্ষ্মী বাঈ হিসেবে। ১৮৫১ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় দামোদর রাও। চার মাস পর সন্তানটি মারা যায়। পুত্র শোক ভুলতে রাজা এবং রাণী উভয়েই আনন্দ রাওকে দত্তক নেন। আনন্দ রাও ছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের জ্যেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে। জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাঁসীর রাজা তার পুত্রের মৃত্যু রহস্য কখনো উদঘাটন করতে পারেননি। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আনন্দ রাওকে দত্তক নেয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাল হৌসী'র দখল স্বত্ত্ব বিলোপ নীতির কারণে তার সিংহাসন আরোহণে প্রতিবন্ধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডালহৌসী জানান যে, ঝাঁসীর সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং ঝাঁসীকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নেওয়া হবে। মার্চ, ১৮৫৪ সালে ঝাঁসীর রাণীর নামে বার্ষিক ৬০,০০০ ভারতীয় রূপি ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসীর কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারী হয়। জন্মঃ- তিনি মহারাষ্ট্রের মারাঠী করাডে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মণিকর্ণিকা এবং ডাক নাম মনু। কাশী (বারানসী) এলাকায় তার জন্ম। তার বাবার নাম 'মরুপান্ত তাম্বে' এবং মা 'ভাগীরথী বাঈ তাম্বে'। চার বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। পারিবারিক পরিবেশে বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন মণিকর্ণিকা। বিথুরের পেশোয়া আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তার পিতা। সেখানে পরবর্তীতে নিজ কন্যাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে থাকেন মরুপান্ত তাম্বে। বাবা কোর্টের কাজ-কর্মে জড়িত থাকায় মণিকর্ণিকা ঐ সময়ের অধিকাংশ নারীদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন। আত্মরক্ষামূলক শিক্ষালাভের পাশাপাশি ঘোড়া চালনা, আর্চারী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে নিজস্ব একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

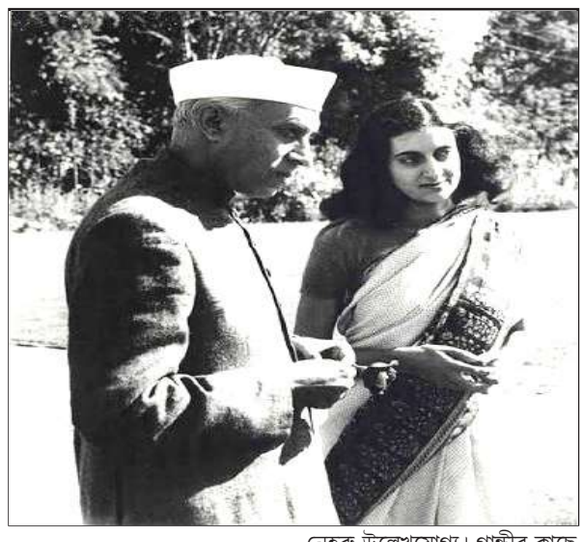
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, লি ইনফিল্ড রাইফেলের আচ্ছাদনে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বি ব্যবহার করা হয়। এরপরও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রাইফেলে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বির ব্যবহার অব্যাহত রাখে। তারা বিবৃতি দেয় যে, যারা উক্ত রাইফেল ব্যবহারে অসম্মতি জানাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও শুরু করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এই বিদ্রোহে সিপাহীরা অনেক ব্রিটিশ সৈন্যসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে নিযুক্ত কর্মকর্তা দেরকে হত্যা করে।

ঐ সময়ে লক্ষ্মী বাঈ তার বাহিনীকে নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় ঝাঁসী ত্যাগ করাতে পেরেছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী প্রবল গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই চরম মুহূর্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্যত্র মনোযোগের চেষ্টা চালায়। লক্ষ্মী বাঈ একাকী ঝাঁসী ত্যাগ করেন। তার নেতৃত্বে ঝাঁসী শান্ত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রয়েছিল। হলদী-কুমকুম অনুষ্ঠানে ঝাঁসীর রমণীরা শপথ গ্রহণ করেছিল যে, যে-কোন আক্রমণকেই তারা মোকাবেলা করবে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণকে তারা ভয় পায় না।এ প্রেক্ষাপটে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে তার দ্বিধাগ্রস্থতা কেটে যায় যখন ব্রিটিশ সৈন্যরা স্যার হিউজ রোজের (লর্ড স্ট্রাথনায়ন) নেতৃত্বে ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং ২৩ মার্চ, ১৮৫৮ তারিখে ঝাঁসী অবরোধ করে। লক্ষ্মী বাঈ তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন এবং এ অবরোধের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। ঝাঁসী এবং লক্ষ্মী বাঈকে মুক্ত করতে বিশ হাজার সৈনিকের নিজস্ব একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্যতম বিদ্রোহী নেতা তাতিয়া তোপে।

রবীন্দ্র দর্শনকে শ্রদ্ধা করতেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কন্যা ইন্দিরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে শান্তিনিকেতনের শ্যামলীতে বসে রবীন্দ্রনাথ পড়ছিলেন জওহরলাল নেহরুর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থ। দ্রুত পাঠ শেষ হলে, বসলেন নেহরুকে পত্র রচনায়। ১৯৩৬ সালের ৩১ মে, 'প্রিয় জওহরলাল'কে লিখলেন, এই মাত্র আমি তোমার মহাগ্রন্থ পড়া শেষ করেছি। তোমার এই কীর্তির দ্বারা আমি গভীরভাবে প্রভাবিত ও গৌরবান্বিত। গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যজাতির এমন এক নিগূঢ় ধারা প্রবাহিত যা সত্যের জটিলতা অতিক্রম করে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাবার যিনি তাঁর কীর্তির চেয়ে মহৎ এবং পরিবেষ্টনের চেয়ে সত্য। তোমার একান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাপত্র পেয়ে উদ্বুদ্ধ নেহরু। চিঠি পেয়ে মুগ্ধতায় নেহরু ১০ জুন ১৯৩৬ সালে কবিকে জবাব পাঠালেন। লিখলেন, অনেক বন্ধু আমার বইয়ের প্রশংসা করেছেন। কেউবা আমার সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু আপনার প্রশংসাবাণী আমাকে আনন্দিত ও শক্তিশালী করেছে। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি বোধহয় এক বিরুদ্ধ পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারি। নেহরুর মনে যেমন সবসময়ই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরাজিত, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মনেও ছিল নেহরুর আনাগোনা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর হাতে। এ সম্পর্কে বলেছিলেন নেহরুকেও। নেহরুও পুরোপুরি অবহিত ছিলেন বিষয়টি। শান্তি নিকেতন কোনো কারণেই যাতে অতীত গৌরব হারিয়ে না ফেলে সে জন্যে কবিগুরুর তিরোধানের পরপরই তিনি শান্তিনিকেতনের হাল ধরেছিলেন। তারই কর্ম কুশলতায় বিশ্বভারতী স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৫১ সালে স্বীকৃত পেয়েছিল। নেহরু হলেন বিশ্বভারতীর আচার্য। সেই থেকে বিশ্বভারতীর প্রায় প্রতিটি সমাবর্তনে তিনি যোগ দিয়েছেন। তাঁর কন্যা, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাও ছিলেন বিশ্বভারতীর আচার্য। তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধীও ছিলেন আচার্য। তিন প্রজন্ম শান্তিনিকেতনের প্রতি ছিলেন নিবেদিত।



রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নেহরু শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন ৫ বার, রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর ১০ বার। বিশ্বভারতীর মর্মস্থলে রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ কাজ করে; ভারতের মর্মে মর্মে নেহরু সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন

মধুচন্দ্রিমায় সিটংয়ে বারবিকিউয়ের আগুনে ঝলসে গিয়েছিলেন, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর না ফেরার দেশে নিকিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ আট বছরের প্রেমের পর নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে



মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার নবদম্পতি। কিন্তু হোমস্টে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিতে সেই আনন্দযাত্রাই শেষ পর্যন্ত বদলে গেল মর্মান্তিক বিষাদে। দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে ক্যাম্পফায়ারের আগুনে ঝলসে যাওয়ার পর দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানলেন চোপড়ার বধূ নিকিতা সাহা। বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্কের পর গত জুলাই মাসে সামাজিক মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন চোপড়ার বাসিন্দা সৌভিক দাস এবং নিকিতা সাহা। বিয়ের পর গত ১৩ সেপ্টেম্বর মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিংয়ের সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই নবদম্পতি। অভিযোগ, সেদিন রাতে ওই হোমস্টেতে ক্যাম্পফায়ার ও বারবিকিউয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। নবদম্পতি যখন সেখানে ছিলেন, তখন হোমস্টের এক কর্মচারী আগুনের তাপ বাড়ানোর জন্য আচমকা জ্বলন্ত আগুনে থিনার ঢেলে দেন। দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসতেই আগুন ভয়াবহ আকার নেয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুনে গুরুতরভাবে ঝলসে যান নিকিতা। তাঁর শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত ও অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় নিকিতাকে উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পরিবার সূত্রে খবর, চার দিন আগে বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিকিতার শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। নববধূর এই অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চোপড়ার দাস ও সাহা পরিবারে। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন স্বামী সৌভিক দাস। ঘটনার পর থেকেই সিটংয়ের ওই হোমস্টে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৃতার পরিবারের দাবি, কোনওরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে জ্বলন্ত আগুনে থিনার ঢালা হয়েছিল, যার মাশুল দিতে হল একটি তরতাজা প্রাণকে। মৃতার জ্যেঠু সুজিত কুমার সাহা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, শুধুমাত্র একটি হোমস্টের গাফিলতির জন্য আমাদের বাড়ির মেয়েটার জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল। কোনওরকম নিরাপত্তা ছাড়াই ওই কর্মচারী কীভাবে আগুনে থিনার ঢালার সাহস পেল, তা ভেবেই অবাক হচ্ছি। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোমস্টে মালিক ও অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন পরিজনেরা।



সেমিনারে জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিধায়ক, ডিডিএ অ্যাডমিন, হর্টিকালচারের ডিন ফ্যাকাল্টি, কেভিকে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বোল্লা রক্ষা কালীপুজো ২৭ নভেম্বর প্রস্তুতি ঘিরে তৎপরতা

রতন দে, বালুরঘাট, ১৯ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমাতার বাৎসরিক পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারের প্রচলিত রীতি মেনে বোল্লা



মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে মূল পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে বসবে তিন দিনের মেলা। প্রতিমা নির্মাণ থেকে মন্দির চত্বর সাজানো-সব ক্ষেত্রেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও ভিন জেলা এবং দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদের সমাগম হয়। গত ২৩ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়া দশমীর পরবর্তী প্রথম শুক্রবারে মন্দির সংলগ্ন জলাশয় থেকে ঢাকঢোল বাজিয়ে তুলে আনা হয় দেবীর কাঠামো। প্রচলিত রীতি মেনে দুধ দিয়ে কাঠামো স্নান করানোর পর লাল কাপড়ে ঢেকে বিশেষ পুজো করেন পুরোহিত। ওই আচার দেখতে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণের কাজ। বালুরঘাট শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বালুরঘাট-মালদা সড়কের পাশে বোল্লা গ্রামে অবস্থিত এই মন্দির। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবার এখানে মূল কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনের মেলায় বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। এই বছর পুজো উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির হবে। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে।

সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের মূল পাণ্ডা মালেক শেখ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের বিরুদ্ধে তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে খোঁজ চালানোর পর অবশেষে এই পাচার চক্রের অন্যতম মূল অভিযুক্ত মালেক শেখকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পিরোজপুর এলাকায়। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাহুরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় সোনা পাচারের সঙ্গে মালেক শেখের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সূত্র ধরেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সন্ধানে ছিলেন তদন্তকারীরা। অবশেষে বুধবার পুলিশের অভিযানে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারিকে সোনা পাচার চক্রের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সীমান্তের ওপারে বা এপারে আরও কোনও পাচারকারী সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারের পদ্ধতি, সোনার উৎস এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানোর কথা পুলিশের। এই পাচার চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত, এখন সেটাই তদন্তকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন।

নোটিস

গণেশ মণ্ডল, পিতা- গৌর চন্দ্র মন্ডল, বাসস্থান ঘুঘু পাড়া, ভট্টনগর, লিলুয়া হাওড়া বিগত 13/03/2023 সালে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050202097 নং আমোক্তার দলিল মূলে সঞ্জিত কুমার সাউ পিতা ওম প্রকাশ সাউ, বাসস্থান আশু বোস লেন, হাওড়া ও রিঙ্কু সাউ স্বামী রামস্বরূপ সাউ বাসস্থান শ্যামবাজার কলকাতার নিকট হইতে হাল দাগ 215 ও হাল 11072 এবং 11073 Khatian Kona mouza 3KH জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

নোটিস

গণেশ মণ্ডল, পিতা- স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র মন্ডল, বাসস্থান ঘুঘু পাড়া, ভট্টনগর, লিলুয়া হাওড়া ৬/৩/২০২৩ সালে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050212558 নং আমোক্তার দলিল মূলে 1) নবকুমার বৈরাগী 2) দেব কুমার বৈরাগী 3) লক্ষ্মীনারায়ন বৈরাগী 4) গোপাল বৈরাগী সকলের পিতা নিরঞ্জন বৈরাগী বাসস্থান ৮০ নং P রোড বেলগাছিয়া, লিলুয়া হাওড়ার নিকট হইতে হাল 580 দাগে ও হাল 1837, 1742, 882, 3836, 4705 চকপাড়া মৌজার মোট 3KH-8 CH জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

নোটিস

গোপাল চন্দ্র কর্মকার, পিতা- যতীন্দ্রমোহন কর্মকার, বাসস্থান ৩৯ নং বেলগাছিয়া, হাওড়া ও সমীর কুমার বিশ্বাস পিতা শ্রীপতি বিশ্বাস বাসস্থান বালি, ঘোষপাড়া হাওড়া। গত 20/2/1995 সালে হাওড়া D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯ নং আমোক্তার দলিল বলে শ্রীমতি গৌরিবালা মিত্র স্বামী সুধীর রঞ্জন মিত্র বাসস্থান আনন্দনগর, বালি হাওড়া নিকট হইতে R.S. দাগ নম্বর ২৫৫ ও R.S. খতিয়ান নম্বর ৭৫২ ও চকপাড়া মৌজার সর্বমোট ২৮ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে বালি জগাছা B.L &L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

বার্ষিক মেরামত চুক্তি

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ আরএন-এসটি-২৬-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখ ঃ ১৬-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** আরএন-এসটি-২৬-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনের ক্রটিপূর্ণ ৪৮ভি এসএমপিএস ব্যাটারি চার্জার এবং এর সংশ্লিষ্ট মডিউলগুলির বার্ষিক মেরামত চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৪৩,৯৩৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১৬,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ হওয়ার** তারিখ ও সময় **১৫-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-TENDER NOTICE

Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 03/BDO/2026-27

E-Tenders is invited for 2 nos work. Bid submission start-19/11/2026. Ends-04/12/2026. For more details, please visit https://tenders.wb.gov.in or office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/ NIQ26/2026-27
Bid submission Start Dates:20/11/2026 10:15 AM, Bid Submission End Dates: 27/11/2026 up to 01.00 PM
For details follow www.pwdwb.in or visit the office.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অমিত নস্কর ও অমৃতা নস্কর, সলপ, জেলা হাওড়া, থানা ও এ্যঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা মাকড়দহ গ্রামে, জে.এল.নং ৩৪, হাঃ ২০৭২ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ১২৭৬, ১২৭৭ হাঃ ১৩৫৬, ১৩৫৭ নং দাগে, ৩.৪২ শতঃ সম্পত্তি রায়ত প্রভাস কুঃ দাস, পিতা- ৺শৈলেশ মহাশয়ের নিকট হইতে ডোমজুড় অফিসে বুক ১ (৪০৬৩৩৯/২০২২) নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিবড়া নিবাসী আশীষ কুঃ দাস, পিং রামচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ২৯/০৭/২৬ তারিখে ডোমজুড় অফিসে ৪০৩৩৩০ নং দলিলে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate-
SRI APURBA KUMAR GHOSH
HOWRAH JUDGES COURT
MB. No. ৯৮৩১৯৮১২৬০

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ EL/29/76_2026/K/1768, তারিখঃ 17-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 76_2026; **কাজের নামঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "সিনিয়র ডিই এন/II/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ঢোলবাজা (ডিএলজেড), গড় বানাইলি (জিবিএন), গোগিপোথিয়া হল্ট (জিপিই), রানিপত্র (আরএনএক্স), হলদিয়াবিহার (এইচওডি), সাতার হল্ট (এসএটিআর), বাঘমারা হল্ট (বিএইচএমএ), মহিয়ার পুর (এমএইচপিআর), কান্তকোশ (কেটিকেএস), কুমারীপুর হল্ট (কেআরএমপি), বাঙ্গালবাড়ী (বিজেওয়াই), বিষানপুর হল্ট (বিএইচএনপি), ধচনা (ডিএইচএনএ), দিল্লি দেওয়ান গঞ্জ (ডিভিজে), ডালিমগাঁও (ডিএলএক্স), দন্ডখোরা (ডিএনকিউ), গোরফার (জিআরআর), ঝিটকিয়া (জেটিকে), ঝাউয়া (জেএইউ), কাচনা (কেএইউ), মানিয়ান (এমআইওয়াইএন), মীনাপুর (এমইএনপি), প্রাণপুর রোড (পিকিউডি) এবং সাহজা হল্ট (এসএজেএইচ)- এ স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৬,৫৭,২২৮.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৫৩,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Ghonga Gram Panchayat

PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia (MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149

NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-01/2026-27

Separate Tender is invited by the undersigned from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 10(Ten) nos. different works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid(Online): 27.11.2026 at 02.00 PM. Bid opening date for Technical Proposal (Online) 30.11.2026 at 10.30 AM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Ghonga Gram Panchayat

শীতের আমেজ বাড়তেই বাজারে শুরু হয়েছে লেপ-কম্বল কেনাবেচার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ শীতের আমেজ বাড়তেই বাজারে শুরু হয়েছে লেপ-কম্বল কেনাবেচার প্রস্তুতি। দোকানে দোকানে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে শীতের



সামগ্রী। অন্যদিকে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে লেপ তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ভিনরাজ্য থেকে আসা কারিগররা। তবে আধুনিক কম্বলের দাপটে দিন দিন কমছে লেপের চাহিদা। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ লেপ তৈরির কারিগরদের। শীতের মরশুম শুরু হতেই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন লেপ-কম্বলের দোকানে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন পাড়া ও অলিগলিতে ঘুরে বাড়ি বাড়ি লেপ তৈরির কাজ করছেন ভিনরাজ্যের কারিগররা। বছরের এই সময়টাতেই কাজের আশায় জলপাইগুড়িতে আসেন তাঁরা। কিন্তু কারিগরদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে লেপ তৈরির কাজ অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাজারে আধুনিক ও বিভিন্ন ধরনের কম্বল সহজলভ্য হওয়ায় আগের মতো আর লেপ তৈরির অর্ডার মিলছে না। ফলে কমেছে তাঁদের উপার্জনও। এই কাজের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হয় তাঁদের। কাজ কমে যাওয়ায় সংসার চালাতে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে গত দু'দিনের হালকা বৃষ্টিতে আবহাওয়ায় শীতের আমেজ কিছুটা বেড়েছে। ফলে নতুন করে আশার আলো দেখছেন কারিগররা। তাঁদের আশা, আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও কমলে লেপ-কম্বলের চাহিদা বাড়বে। বাড়বে কাজের সুযোগও। সব মিলিয়ে শীতের প্রস্তুতি শুরু হলেও লেপের বাজারে আগের সেই ব্যস্ততা ফিরবে কি না, এখন সেটাই দেখার। আধুনিক কম্বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী লেপের বাজার কতটা ঘুরে দাঁড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন জলপাইগুড়ির লেপ তৈরির কারিগররা।

সামসেরগঞ্জে হেরোইন ও ফেনসিডিল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পৃথক দুটি অভিযানে ১৯৭ গ্রাম হেরোইন এবং ৩৩২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করার পাশাপাশি দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে সামসেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ১৯৭ গ্রাম হেরোইন- সহ জামিরুল শেখ (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার সাকারঘাট এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তিনি ফারাক্কার দিক থেকে ওই হেরোইন নিয়ে আসছিলেন। অন্যদিকে, পৃথক অভিযানে নতুন জালাদিপুর এলাকা থেকে ৩৩২ বোতল ফেনসিডিল-সহ লুতফল শেখ (৬০) নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং এর পিছনে কোনও বড় পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু কালনা বইমেলা, চলবে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ নভেম্বর ঃ বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর! আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে কালনা বইমেলা। শহরের মধুবন এলাকায় আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আট দিন ধরে চলবে এই বইমেলা। ইতিমধ্যেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বইমেলার দিনক্ষণ ঘোষণা করেন মেলার আহ্বায়ক সুব্রত পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌরী মহারাজ, ইতিহাস গবেষক ও শিক্ষক সুমাল্য দাস- সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলা এবার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও বইপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলাই এই মেলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মেলার আহ্বায়ক সুব্রত পাল বলেন, বই মানুষের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বইয়ের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিশু থেকে কিশোর - কিশোরী, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যুবসমাজের একটা বড় অংশ মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাঁর কথায়, মোবাইল ফোনের যেমন বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে, তেমনই এর খারাপ দিকও রয়েছে। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে অনেকেই বই পড়ার অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকী মোবাইলের অপব্যবহার অনেককে বিপথেও চালিত করছে। ফলে নতুন প্রজন্ম ক্রমশ বইয়ের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনা এবং নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলার লক্ষ্যেই এই বইমেলার আয়োজন। অন্যদিকে, পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কালনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান সুব্রত পাল। তিনি জানান, কালনায় ১৩১ ফুট উচ্চতার একটি শিবলিঙ্গ গড়ে তোলার কাজও চলতি ডিসেম্বর মাসেই শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কালনার পর্যটন মানচিত্রে নতুন আকর্ষণ যুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সব মিলিয়ে, একদিকে বইয়ের জগতে নতুন প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, অন্যদিকে কালনাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা- দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে কালনা। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে মধুবন এলাকায় শুরু হতে চলা এই বইমেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বইপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ নভেম্বর ঃ মালদার ঐতিহ্যবাহী কোতোয়ালি ভবনের এক দীর্ঘ ও বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল। প্রয়াত হলেন কোতোয়ালি ভবনের প্রবীণ সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী। মালদার স্থানীয় রাজনীতি ও জনমানসে যিনি 'লেবুবাবু' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বিরানব্বই বছর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। মালদার বিখ্যাত খান চৌধুরী পরিবারের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন আবু নাসের খান চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী প্রয়াত এ বি এ গণি খান চৌধুরী ওরফে বরকত সাহেবের ভাই এবং প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত আবু হাসেম খান চৌধুরী ওরফে ডালুবাবুর দাদা ছিলেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ডালুবাবুর মৃত্যু হয়েছিল। সেই শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই এ বার চিরবিদায় নিলেন লেবুবাবু। উচ্চশিক্ষা এবং কর্মজীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি সুইজারল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন। তবে সুদূর প্রবাসে থাকাকালীনও নাড়ির টান ভোলেননি, মালদার মানুষের সঙ্গে সর্বদা নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন তিনি। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসার পর পরিবারের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য মেনেই সক্রিয় রাজনীতি ও জনসেবামূলক কাজে নিজেকে



নিয়োজিত করেন। সম্পর্কে তিনি মৌসম নূর এবং ঈশা খান চৌধুরীর কাকা ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে পরিবারের চিরাচরিত ধারা মেনেই জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন আবু নাসের। দু'হাজার এগারো সালে রাজ্যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের নির্বাচনে মালদার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। সেই সময় রাজ্যের তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছিলেন। দু'হাজার বারো সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস রাজ্য সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ বদলে গেলে দু'হাজার চোদ্দো সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন আবু নাসের খান চৌধুরী। দু'হাজার ষোলো সালের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। তবে সেই নির্বাচনে নিজের ভাইপো তথা কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন। এরপর থেকে ক্রমবর্ধমান বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। অত্যন্ত সজ্জন, বিনয়ী ও নির্বিবাদী মানুষ হিসেবে মালদার রাজনৈতিক মহলে দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন লেবুবাবু। কোতোয়ালি ভবনের পাশের পারিবারিক মাজারেই তাঁর মরদেহ শায়িত করা হবে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রবীণ এই নেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা পরিবার। গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর ভাইপো ঈশা খান চৌধুরী। শোকবার্তায় তিনি জানান, অত্যন্ত শোক ও বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার জ্যেঠু প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ আবু নাসের খান চৌধুরী আজ সকালে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা, আশীর্বাদ এবং স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক নেতৃত্বও প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধতা প্রকাশ করেছেন।

টুলু মণ্ডলের জোড়া মামলা হাইকোর্টে, বাড়ল আইনি তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৯ নভেম্বর ঃ আবার বিপাক

অফবিট

এক মেয়ের বিয়ে ভাঙলে বিপদে পড়েন অন্য জন

রাজস্থানে ভয়ংকর বিবাহ প্রথা ভেঙে মহিলাদের পথ দেখাচ্ছেন তরুণী

জি. দাস

মাত্র ১৪ বছর বয়স। এই বয়সে অন্য মেয়েরা যখন স্কুলের ক্লাস, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত, তখন মণিকা যোদ বুঝতে শুরু করেছিলেন, তাঁর জীবনের রাশ আসলে তাঁর নিজের হাতে নেই। পরিবারের চোখে ছেলে হল বংশের প্রদীপ, আর মেয়েদের ভবিষ্যৎ বলতে বিয়ে করে সংসার। বাড়িতে ছোট থেকেই শুনতেন, 'লড়কা ঘর কা চিরাগ' ছেলেই পরিবারের আলো। মেয়ের পড়াশোনার ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেওয়ার মানুষও খুব বেশি ছিলেন না। এমনকী পরিবারের মহিলারাও পাশে দাঁড়াননি তাঁর। অথচ মণিকা জানতেন, শুধু বিয়ে আর সংসারের গণ্ডিতে আটকে থাকলে চলবে না। সেই জেদ থেকেই চারবার বাড়ি ছেড়েছিলেন। নিজের জীবন নিজের মতো করে গড়ার অধিকারটুকু আদায় করতে চেয়েছিলেন। আজ ৩৫ বছর বয়সে সেই মণিকাই অন্য মেয়েদের লড়াইয়ে সাহস জোগাচ্ছেন। রাজস্থানের যে প্রথা মেয়েদের বিয়েকে দুই পরিবারের মধ্যে এক ধরনের বিনিময়ের চুক্তিতে পরিণত করে, তার বিরুদ্ধে কাজ করছেন তিনি। প্রথাটির নাম 'আটা-সাটা'। শুনতে বিয়ের সামাজিক রীতির মতো মনে হলেও, এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে মেয়েদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা এমনকী নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়ার ভয়ঙ্কর বাস্তব। রাজস্থানের কিছু এলাকায় এখনও প্রচলিত রয়েছে এই 'আটা-সাটা' প্রথা। এই ব্যবস্থায় একটি পরিবারের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় অন্য পরিবারের ছেলের সঙ্গে। পাল্টা সেই পরিবারের কোনও মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয় প্রথম পরিবারের ছেলে বা পুরুষ সদস্যের সঙ্গে। অর্থাৎ, দুটি বিয়ে আলাদা কোনও সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হয় না। দুই পরিবারের মধ্যে একসঙ্গে সম্পন্ন হয় বিয়ের সমঝোতা। আর তার পর থেকেই একটি মেয়ের জীবনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জুড়ে যায় অন্য একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ। যোধপুরের সন্তালি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সিং রাঠোর এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পশ্চিম রাজস্থানের বারমের, বিকানের এবং যোধপুরের মতো এলাকায় এখনও এই প্রথার প্রভাব রয়েছে। প্রকাশ্যে না হলেও লুকিয়ে তো হয়ই। তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে আরও ভয়াবহ ছবি। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র ১৯ বছরের তরুণীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় ৫০ কিংবা ৬০ বছরের পুরুষের। তার পর শুরু হয় নির্যাতন, অবহেলা এবং হিংসার জীবন। কিন্তু এই প্রথার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক শুধু অসম বয়সে বিয়ে নয়। কোনও মহিলা যদি স্বামীর সংসারে নির্যাতিত হয়ে বেরিয়ে আসতে চান, তা হলে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রভাব গিয়ে পড়তে পারে অন্য একটি মেয়ের উপরেও। কারণ, দুই পরিবারের বিয়ে যে একই চুক্তির অংশ! এক জন সংসার ছাড়লে অন্য পরিবারও তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিতে পারে। ফলে নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করার আগে অন্য এক মহিলার ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে বাধ্য হন নির্যাতিতা। এবং অনেকক্ষেত্রে সেই ভেবেই পিছিয়ে যান। ধরা যাক, কোনও মহিলা স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সংসার ছাড়তে চাইছেন। সাধারণ বিয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি তাঁর এবং স্বামীর পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু আটা-সাটার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এক মহিলার প্রতিবাদকে দুই পরিবারের চুক্তি ভাঙার চেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। তাঁর বাবার বাড়িকে বলা হতে পারে, মেয়ে যদি স্বামীর কাছে ফিরে না আসে, তা হলে অন্য পরিবারের মেয়েকেও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাঠোরের অভিজ্ঞতায়, এই ব্যবস্থায় একটি মেয়ের উপর হওয়া নির্যাতনের দায় কার্যত চাপিয়ে দেওয়া হয় অন্য মেয়েটির উপরেও। অর্থাৎ, একজনের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে আর একজনকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারে থাকতে বাধ্য করা হয়। এমনই এক তরুণীর ঘটনা ওই সংবাদমাধ্যমকে জানান রাঠোর। তাঁর পরিবারের তরফে আটা-সাটা প্রথায় বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভাইয়ের বিয়ের সঙ্গে জুড়ে ছিল তাঁর নিজের বিয়ের শর্তও। কিন্তু ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিজের পছন্দের পুরুষের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যান ওই তরুণী। তাতে ঘটে বিপত্তি। রাঠোরের দাবি, তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন সম্প্রদায়ের লোকজন। অন্যদিকে, স্থানীয়



পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর জন্য চাপ দেওয়া হয় তাঁর বাবা-মাকে। দাবি করা হয় মোটা অঙ্কের টাকা। এই ধরনের বিয়ের মধ্যস্থতাকারীরাও কখনও ১০-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবি করেন বলে অভিযোগ। এই প্রথা নিয়ে চলতি বছর সরব হয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট। একটি বৈবাহিক বিবাদের শুনানিতে আদালত আটা-সাটা প্রথার সমালোচনা করে একে দুই পরিবারের মধ্যে 'পারস্পরিক জিম্মি করে রাখার ব্যবস্থা' বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, একটি বিয়ের সঙ্গে অন্য বিয়েকে জুড়ে দিয়ে কার্যত দুই পরিবারের মেয়েদের পরস্পরের কাছে জিম্মি করে রাখা হচ্ছে। সন্তালি ট্রাস্টের নির্ভয়া উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত মনোবিদ কুমকুম থানভির অভিজ্ঞতাতেও এই সমস্যার ছবি স্পষ্ট। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্যাতিত মহিলাদের মানসিক, চিকিৎসা এবং আইনি সহায়তা দেওয়া হয়। থানভির মতে, কোনও মহিলা একটি বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তাঁকে শুধু আইনি অধিকার বুঝিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁর নিরাপত্তা, আর্থিক অবস্থা, সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং কোথায় থাকবেন, সেই বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হয়। তাঁর কথায়, অনেক সময় তিন-চারটি কাউন্সেলিং পর্বের পর পরিবারকে বোঝানো সম্ভব হয় যে একটি বিয়েতে সমস্যা হলেই অন্য বিয়েটিও ভেঙে দিতে হবে, এমন কোনও যুক্তি নেই। আর নির্যাতিত মহিলাকে শুধু সংসার ছাড়ার পরামর্শ দিলে হবে না। তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করাও জরুরি। আর্থিক নির্ভরতা, সন্তানের দায়িত্ব, পরিবারের চাপ এবং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার ভয়-সব মিলিয়ে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন। আটা-সাটা প্রথার পিছনে অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। অনেক পরিবারের ধারণা, এ ভাবে দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ের সমঝোতা হলে বিয়ের খরচ কমবে। পণ বা যৌতুকের বোঝাও কিছুটা এড়ানো যাবে। কিন্তু এই হিসেবের মধ্যেই যে মেয়েদের মানুষ হিসেবে দেখার জায়গাটি হারিয়ে যায়, সেটাই তুলে ধরছেন রাঠোর। তাঁর মতে, সব পরিবারই যে সচেতনভাবে মেয়েদের পণ্য হিসেবে দেখে, তা নয়। কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই প্রথা এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, অনেকেই এর ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পারেন না। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যখন মাত্র ৯-১০ বছরের মেয়েদেরও এই ধরনের বিয়ের চুক্তিতে বেঁধে ফেলার অভিযোগ ওঠে। রাজস্থানের অসমানুপাতিক লিঙ্গহারের কথাও উল্লেখ করেছেন রাঠোর। তাঁর মতে, মেয়ের সংখ্যা কম থাকাও কিছু এলাকায় এই ধরনের বিনিময়মূলক বিয়ের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। এই অন্ধকার বাস্তবের মধ্যেই নিজের জীবন বদলানোর সুযোগ পেয়েছিলেন মণিকা। পড়াশোনা করতে না পেরে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি আশ্রয় নেন সন্তালি ট্রাস্টে। তাঁর বাবা এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সিং রাঠোর তাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন। পরিবারের অন্য মহিলারা পাশে না দাঁড়ালেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন তিনি। জীবনের বিভিন্ন সময়ে চারবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই-মেয়েদের জীবন যে শুধু বিয়ে আর সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রমাণ করা। পড়াশোনায় কৃতিত্বের জন্য পরে রাজস্থান সরকারের 'গার্গী পুরস্কার' পান মণিকা। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ভাল ফল করা ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন তিনি। রাঠোর তাঁকে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মেয়ের সাফল্য সামনে থেকে দেখার পর বদলে যায় মায়ের মনোভাবও। একসময় যিনি তাঁর পড়াশোনার ইচ্ছেকে সমর্থন করেননি, তিনিই সেদিন মেয়েকে বলেন, নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচতে। বিয়ের জন্য আর কোনও চাপ দেওয়া হবে না। আজ ৩৫ বছর বয়সে সন্তালি ট্রাস্টেই কাজ করেন মণিকা। আটা-সাটা প্রথায় বিপন্ন মহিলাদের অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে মামলার খোঁজখবর রাখা-বিভিন্ন কাজে তাঁদের পাশে থাকেন। তাঁর পরামর্শও বেশ স্পষ্ট। পড়াশোনার সুযোগ না থাকলে কোনও পেশাগত কাজ শিখতে হবে। মাসে দু-তিন হাজার টাকা আয় হলেও তার কিছুটা নিজের জন্য জমিয়ে রাখতে হবে। অন্তত ২০০ টাকা সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। কারণ, নিজের হাতে সামান্য টাকা থাকলেও প্রয়োজনে কাউকে ফোন করা, অন্য কোথাও যাওয়া কিংবা সাহায্য চাওয়ার স্বাধীনতা তৈরি হয়। মণিকার বিশ্বাস, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাই মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় বদল আনতে পারে। এই কাজের প্রয়োজনীয়তা কতটা, তার প্রমাণ মিলেছে সন্তালি ট্রাস্টের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেও। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সংস্থার হেল্পলাইনে ফোন এসেছে ৯৫৬টি। ১৮৮টি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ ও আইনি সহায়তা। ১৪ জন বিপন্ন মহিলাকে অস্থায়ী আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১৯ বছরের নিশা (নাম পরিবর্তিত)। ২০২৫ সালের এপ্রিলে তাঁর ভাইদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকেও আটা-সাটা প্রথায় বেঁধে দিতে চেয়েছিল পরিবার। আপত্তি করায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। শেষ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের সহায়তায় উদ্ধার করে তাঁকে সন্তালি ট্রাস্টে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের তরফে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ এলেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন নিশা। তাঁর ইচ্ছা, বিয়ে নয়, পড়াশোনা করবেন। মণিকা জানেন, স্বাধীনতার অর্থ শুধু নির্যাতনের সংসার থেকে বেরিয়ে আসা নয়। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাও জরুরি। যে মেয়েটি একসময় পড়াশোনার অধিকারটুকু আদায় করতে বাড়ি ছেড়েছিলেন, আজ তিনিই অন্য মেয়েদের বোঝাচ্ছেন, তাঁদের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁদেরই।

মেডিক্যালে তাণ্ডব চালিয়েছে 'মানসিক মাওবাদী'রা, মদত বামপন্থী চিকিৎসকদের

...১ পাতার পর

শিক্ষকদের গায়ে হাত দেওয়া শুরু করেছেন।'' শারদত আরও বলেন, ''অতি বাম, মানসিক মাওবাদী, নকশালরন্থী সংগঠন এই হামলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেটা ঘটেছে, তা নিন্দনীয়।'' এরপরই এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ''যা ঘটেছে, তা নিন্দনীয়। এই ঘটনায় তদন্ত করা হবে। তদন্ত কমিটি গঠিত করেছি। যাতে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আসে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।'' তিনি এই বিষয়ে আরও জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের চিহ্নিত করবে এই তদন্ত কমিটি। একইসঙ্গে কমিটি চাইলে গভীর তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সাহায্য করবে। কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল সাহায্যে থাকবেন। শারদত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অরাজকতাকে বরদাস্ত করা হবে না। মন্ত্রী বলেন, ''ভবিষ্যতে যাতে এরকম অসম্মানজনক ঘটনা, চিকিৎসক-শিক্ষকদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ না করা হয়, সেই বার্তা পাঠাচ্ছি ডাক্তার সহকর্মী, জুনিয়র, ইন্টার্নদের। এই সরকার আইনের শাসন মানে। আইনের শাসন বলব করা হবে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। কোনও অরাজকতাকে প্রাধান্য দেব না।'' উল্লেখ্য, বুধবার দিনভর ছাত্র বিক্ষোভে উত্তপ্ত ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। আটজন ইন্টার্নকে শোকজের প্রতিবাদে দফায় দফায় অশান্তি ছড়ায় কলেজ চত্বরে। পরে এবিভিপির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী চিকিৎসক-পড়ুয়াদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। অশান্তি চলাকালীন অধ্যক্ষকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখারও অভিযোগ ওঠে।

AFFIDAVIT

I, Swadesh Basak , S/O. Late Nasuram Basak , residing at Vill. Ghogarkuthi, P.O. Chilakhana, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That my full, good and correct name is Swadesh Basak, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2019 0011298, Wherein my name has been recorded as Swadesh Ch Basak . That Said Swadesh Basak and Swadesh Ch Basak, is one and same identical person . Vide Affidavit SL No. 14, dt. 06/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Dipak Modak , S/O. Falan Modak , residing at Sadiyaler Kuthi, P.S. Sahebganj, Dinhata , Dist. Coochbehar, Pin Code. 736168. That my father's full, good and correct name is Falan Modak, Which is recorded in my Voter Card and my PAN Card.That in my Driving Licence Card Vide No. WB20 2000 0050331 , Wherein my father's name has been recorded as P Modak . That Said Falan Modak and P Modak, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 44, dt. 19/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Dilip Mahato S/O. Ramkrishna Mahato, residing at Ma Tara Sarani , S.N. Road , Goala Patty , P.S. Kotwali , P.O. & Dist. Coochbehar, Pin Code. 736101. That my full, good and correct name is Dilip Mahato, Which is recorded in my PAN Card and my L.R Khatian . That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2000 0868969, Wherein my name has been recorded as Dilip Kr Mahato. That Said Dilip Mahato and Dilip Kr Mahato, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 42,dt. 19/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Tinku Saha , S/O. Badalchandra Saha , residing at Ward No. 13, P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736135. That my father's full, good and correct name is Badalchandra Saha, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2002 0937135, Wherein my father's name has been recorded as Badal Saha. That Said Badalchandra Saha and Badal Saha, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 59, dt.13/11/26. Before The Notary Public Sadar , Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Nur Mahammad Miya , S/O. Majid Miya , residing at Shaldanga, Mahishkuchi, P.S. Boxirhat, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736131. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2008 0854616, Wherein my and my father's name has been recorded as Nurmahammad Miah , S/O. Abdul Majid Miah , and my date of birth Wrongly recorded as 10/10/1988 in place of 05/09/1991. That Said Nur Mahammad Miya ,S/O. Majid Miya and Nurmahammad Miah, S/O. Abdul Majid Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 43, dt. 19/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

CHANGE OF NAME

I, MUKLESUR ALI, s/o SAIJUL ISLAM, residing at Vill. Nijjote Garupota, P. O. Dobandi, P. S. Tomluk, Dist. Purba Medinipur, PIN- 721647, W.B. Do hereby solemnly affirm that my father's actual name is SAIJUL ISLAM recorded in my WBBSE-MP Board Certificate, WBCHSE Certificate and Voter card being no. UPM2259711. That my father's name SK SAIJUL ISLAM has been recorded in my Aadhaar Card no. xxxx xxxx 9134 and PAN card no. DTYPA6052C. That SAIJUL ISLAM and SK SAIJUL ISLAM are same and one identical person. That I am swearing this Affidavit before Ld. Executive magistrate of Rampurhat Court and any statement found false in the Affidavit then I shall be punished U/S 229 of B.N.S.

CHANGE OF NAME

OLD NAME: SMARAJIT PODDAR, S/o Sannyasi Poddar, R/o Vill. Paschim Harindanga, P.O. Haritala, P.S. Hanskhali, Dist. Nadia. I have changed my name to SWARAJIT PODDAR, S/o Lt. Sannyasi Poddar. I shall be known as SWARAJIT PODDAR, S/o Lt. Sannyasi Poddar, in all purposes vide Affidavit before the Judicial Magistrate 1st Class, Ranaghat Court on 09/10/2026. SWARAJIT PODDAR, S/o Sanyasi Poddar and SMARAJIT PODDAR, S/o Sannyasi Poddar is the same person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Masud Alom পিতা Aminul Islam সাং+পো- Mominpur, থানা Domkal, জেলা Murshidabad 742303, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার নাম Masud Alam Biswas থেকে Masud Alom করেছি vide Affidavit Before Ld. Executive Magistrate, Domkal Murshidabad, dated 17th Nov 2026. এবং আমি সমস্ত উদ্দেশ্যে Masud Alom হিসেবে পরিচিত থাকব। এবং আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে Masud Alom এবং Masud Alam Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Apunath Biswas S/O-Anil Chandra Biswas, residing at 102/1 Bishnupur Road, Po & Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal Pin-742101. My name Apunath Biswas S/O-Anil Chandra Biswas as recorded my Aadhaar card . That my name Apunath Biswas S/O-Anil Chandr Biswas as recorded in Driving Licence No-WB5720250009703. That my father's name Anil Chandra Biswas & Anil Chandr Biswas both are same identical persons declared by Executive Magistrate (1st class) Berhampore court dated on 19/11/2026

CHANGE OF NAME

I, Kalpana Mandal (Old Name) W/O–Uttam Mondal residing at Chhitka Purbapara, Chhitkadaspara, Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Kalpana Mandal to Kalpana Mondal and henceforth I shall be known as Kalpana Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/11/2026 . My name Kalpana Mondal & Kalpana Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Uttam Mandal (Old Name) S/O–Sudhir residing at Vill-Chhitka Purbapara , PO-Chhitkadaspara, PS-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Uttam Mandal to Uttam Mondal and henceforth I shall be known as Uttam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/11/2026 . My name Uttam Mondal & Uttam Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Toffajal Prodhan s/o Md Fajlul Ali Prodhan residing at Vill. Kerani Para, Madhya Khairbari, P.O. Madhya Khairbari, P.S. Madarihat, Dist. Alipurduar do hereby solemnly affirm & declare that my father's actual name is Md Fajlul Ali Prodhan instead of Md Fajlur Prodhan which is wrongly recorded in my Madhyamik and H.S. Admit Card and other documents. vide an affidavit sworn before the LD. Executive Magistrate at Alipurduar. Dist. Alipurduar on 24.12.2019. Md Fajlul Ali Prodhan and Md Fajlur Prodhan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Utpal Mandal (Old Name) S/O–Uttam Mondal residing at Chhitka Purbapara , Chhitkadaspara, PS-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Utpal Mandal to Utpal Mondal and henceforth I shall be known as Utpal Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/11/2026 . My name Utpal Mondal & Utpal Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azat Sk (Old Name) S/O–Baharali Sk residing at Charkashtashali Majherpara, Sreemayapur, Nabadwip , Nadia , West Bengal 741313 do hereby declared that I have changed my name from Azat Sk to Ajat Sk and henceforth I shall be known as Ajat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/11/2026 . My name Ajat Sk & Azat Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rowfan Nesa Bibi (Old Name) W/O–Md Nurful Sk residing at Vill-Sarulia Gatepara, PO-Barua, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Rowfan Nesa Bibi to Roufnnara Bibi and henceforth I shall be known as Roufnnara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/11/2026. My name Roufnnara Bibi & Rowfan Nesa Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Hamid Mondal, residing at Memari Hatpukur, College Para, P.O.-Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that my father's name has been wrongly recorded as Elahi Box Mandal @ Elahi Baks Mondal but My father's actual and correct name is BHOLAI MONDAL vide affidavit No- 171 dated 19/11/2026. That Elahi Box Mandal, Elahi Baks Mondal and Bholai Mondal all are same and one identical personal.

CHANGE OF NAME

I, Manjuri Bhunya(Old Name) W/O–Arjun(old Name) residing at Vill.+P.O. Kedarpur, P.S.-Pathar Pratima, Dist-South 24 Parganas, WB do hereby declared our actual name Manjuri Bhunia(New Name) W/o Arjun Bhunia(New Name), vide an affidavit No. 20572 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated on 16/11/2026. Manjuri Bhunya W/O–Arjun and Manjuri Bhunia W/o Arjun Bhunia all are same identical persons.

CHANGE OF NAME

I, Arjun Bhunya(Old Name) S/O–Late Anil(old Name) residing at Vill.+P.O. Kedarpur, P.S.-Pathar Pratima, Dist-South 24 Parganas, WB do hereby declared our actual name Arjun Bhunia(New Name) S/o Late Anil Bhunia(New Name), vide an affidavit No. 20496 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated on 16/11/2026. Arjun Bhunya S/O–Late Anil and Arjun Bhunia S/o Late Anil Bhunia all are same identical persons.

ব্রাত্য বসু এবং ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে এফআইআর

...১ পাতার পর

একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও অভিযোগের সত্যতা এবং এর নেপথ্যে থাকা প্রকৃত তথ্য যাচাই করতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে এবং কবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে অভিযোগকারী দাবি করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের নাম এই অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, তাও তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজো পাস দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে জেলবন্দি ইন্দ্রনীল। ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইডি এবং কলকাতা পুলিশ পৃথকভাবে তদন্ত করছে এই মামলায়। প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী এবং মেয়েকেও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে আইনি জটে জড়ালেন ইন্দ্রনীল।

অখিলেশের রোড শো-তে বুলডোজার চাপা দিল বিজেপি নেতার ছেলেকে? মৃত্যু ঘিরে তুঙ্গে তরজা

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৯ নভেম্বরঃ ১৩ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় উত্তর প্রদেশ। বিজেপি-সমাজবাদী পার্টির মধ্যে শুরু দোষ ঠেলাঠেলি। বিজেপির অভিযোগ, সপা প্রধান অখিলেশ যাদবের রোডশো-তে ফুল ছুড়তে গিয়ে বুলডোজারে চাপা পড়ে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়। সেখানেই আবার অখিলেশের দলের দাবি, ওই জায়গায় কোনও রোডশো-ই ছিল না তাদের। তাহলে বিজেপি নেতার ছেলে কীভাবে বুলডোজারের নীচে চাপা পড়ল? তা নিয়েই জোর তরজা। বুধবার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে বুলডোজারে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় আর্যবর্ধন নামক বছর তেরোর এক কিশোরের। তাঁর বাবা অঙ্কার সিং স্থানীয় বিজেপি নেতা। কিশোরের মৃত্যুর পরই তাঁর বাবা আজ, বৃহস্পতিবার ওই ঘাতক জেসিবির চালক সহ ৬৬ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। আজ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃত কিশোরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন যে সমাজবাদী পার্টি হল হুলিগানিজমের সমার্থক। গোরক্ষপুরে প্রচারে গিয়েও তিনি বলেন, ''কতটা নির্লজ্জতা দেখুন, শোক প্রকাশে এক বর্ণ খরচ করেনি ওরা। আমি



প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি যে যারা রাস্তায় অরাজকতা ছড়াচ্ছে, তাদের ধরে এমন শাস্তি দিতে যে প্রজন্মও মনে রাখবে। কুকুরের লেজ কখনও সোজা হয় না, এই গুন্ডা-মাফিয়ারা বদলাবে না যদি তাদের লাঠি দিয়ে সোজা না করা হয়।'' অন্যদিকে অখিলেশ যাদব বলেন যে বিজেপি ওই কিশোরের মৃত্যুর জন্য তাঁর দলকে মিথ্যা দোষ দিচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই দলের লোকজনকে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছি। যাঁরা এই দুঃখজনক দুর্ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত, লখনউয়ের অগ্নিকাণ্ডে যে তরুণের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর শোকাহত মায়ের সঙ্গে তাঁরা কীভাবে দুর্ব্যবহার ও হুমকি দিয়েছিলেন। শোকের ভান করে যাঁরা নাটক করছেন, তাঁদের আসল চেহারা সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে।' সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় অখিলেশ যাদব দলীয় কর্মীদের ভবিষ্যতে তাঁকে স্বাগত জানাতে বুলডোজার ব্যবহার না করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'দলের আমার সহকর্মীদের আমি বলতে চাই, ভবিষ্যতে বুলডোজার দিয়ে আমাকে স্বাগত জানাবেন না বুলডোজারের কাজ হল উন্নতমানের রাস্তা তৈরি করা। সত্যি কথা হল, বুলডোজারের নিজের কোনও মস্তিষ্ক নেই এর একজন চালক থাকে।' সমাজবাদী পার্টির তরফে একটি ভিডিয়ো ক্লিপও শেয়ার করা হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বুলডোজারটি যখন ওই কিশোরকে চাপা দিচ্ছে, তখন কোনও রোডশো হচ্ছিল না।

হাসিনাকে আটকাতে হাত ধরছে বিএনপি-জামাত? তারেকের সঙ্গে একান্ত বৈঠক বিরোধী নেতা শফিকুরের

সংবাদ সংস্থা, ঢাকাঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের সঙ্গে সংসদের বিরোধী দলনেতা জামাযাতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের একান্ত বৈঠক ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। বুধবার রাতে জাতীয় সংসদের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আওয়ামী লিগকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্যকে টেবিল চাপড়ে সমর্থন করে শাসক দল বিএনপি এবং বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি। প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণের আগে সংসদ ভবনে তাঁর কক্ষে একান্তে বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা শফিকুর। জাতীয় সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরোধী দলনেতাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একাধিক সূত্

পরিচ্ছন্ন রেলপথ থেকে নিরাপদ যাত্রাঃ হাওড়া স্টেশনে পূর্ব রেল ও এনএইচআরও -এর উদ্যোগে ''স্বচ্ছতা সে সুরক্ষা তক'' কর্মসূচির সূচনা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন, ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন -এর সহযোগিতায়,



আজ হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছতা সে সুরক্ষা তক' (পরিচ্ছন্নতা থেকে নিরাপত্তা পর্যন্ত) শীর্ষক এক বিশাল জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। তাঁর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং (এস. পি. সিং) এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুর। অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জাদুঘরের (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম) অধিকর্তা ড. সায়ন ভট্টাচার্য এবং প্রখ্যাত নেপথ্য সংগীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ। অনুষ্ঠান চলাকালীন গীতিকা পাণ্ডে নবসজ্জিত 'রেল ফ্যান গ্যালারি'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং রেলপ্রেমীদের (রেল ফ্যান) সাথে আন্তরিকভাবে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তিনি হাওড়া স্টেশনের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং সমগ্র স্টেশন চত্বর নিবিড় ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন এবং সেই সময় যাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু 'স্বচ্ছতা সে সুরক্ষা তক'-এর ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে গীতিকা পাণ্ডে নিরাপদ রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অপরিহার্যতার ওপর জোর দেন। তিনি সতর্ক করে বলেন যে, রেললাইনের ওপর বা স্টেশন চত্বরে আবর্জনা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলা রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হয় এবং অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। 'জনভাগীদারি' (জনগণের অংশগ্রহণ)-এর গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি প্রতিটি নাগরিক ও যাত্রীর কাছে রেল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এই কর্মসূচিকে একটি মহ প্রয়াস এবং সচেতনতা ও কাজের সমন্বয়ে গঠিত একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর বক্তব্যের পর, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ স্বচ্ছতা সে সুরক্ষা তক কর্মসূচিকে উৎসাহিত করতে এক প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন এবং উপস্থিত সকলে আনন্দের সাথে তাঁর সাথে গলা মিলিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মূলত, এই উদ্যোগটি দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সহযাত্রীদের প্রতি যত্নের এক অনন্য রূপে পরিণত করার মাধ্যমে এক প্রকৃত মহ চিন্তার প্রতিফলন ঘটায়। শুধুমাত্র নিয়মকানুন বা জরিমানার ওপর নির্ভর না করে, এই কর্মসূচি রেল প্রশাসন, একটি মানবাধিকার সংস্থা, ঐতিহ্য উদ্‌যাপন এবং সংগীতকে একসূত্রে গেঁথে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যাত্রীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য, যা তাঁদের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করে নাগরিক গর্ব, সচেতনতা এবং জনসাধারণের সম্পত্তির প্রতি যৌথ মালিকানাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করবে। যাত্রীরা যখন বুঝতে পারবেন যে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকা সামান্য এক টুকরো আবর্জনাও ট্রেন চলাচল ব্যাহত করতে পারে এবং মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে, তখন পরিচ্ছন্নতা স্বাভাবিকভাবেই একটি সচেতন দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হবে। দীর্ঘমেয়াদে এই প্রচারাভিযান সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উভয়ই জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিষ্কার এবং বাধামুক্ত রেললাইন ও প্ল্যাটফর্ম মসৃণ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করে, যান্ত্রিক বা সিগন্যাল সংক্রান্ত ত্রুটি প্রতিরোধ করে এবং যাত্রীদের পিছলে পড়ে যাওয়া বা হোঁচট খাওয়ার মতো দুর্ঘটনা কমিয়ে আনে। একই সময়ে, সুশৃঙ্খল ও আবর্জনামুক্ত স্টেশন চত্বর রেলকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের আরও কার্যকরভাবে নজরদারি চালাতে সাহায্য করে, যার ফলে যেকোনো পরিত্যক্ত বা বিপজ্জনক বস্তু দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং সচেতন ও দায়িত্বশীল যাত্রীরা প্রতিটি যাত্রাকে সুরক্ষিত রাখার সক্রিয় অংশীদার হয়ে ওঠেন। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, স্টেশন এবং রেললাইনের পরিচ্ছন্নতা নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত, এবং 'জনভাগীদারি'-র মাধ্যমে প্রতিটি যাত্রী নিরাপদ রেল ভ্রমণ নিশ্চিত করার প্রকৃত অংশীদার হয়ে ওঠেন।

পরিদর্শনে গিয়ে কোদাল হাতে বিডিও, শ্রমিকদের সঙ্গে কাটলেন মাটি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৯ নভেম্বর ঃ গ্রামে উন্নয়নের কাজ দেখতে গিয়ে নিজেই কোদাল হাতে মাটি কাটতে শুরু করলেন বিডিও। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের কাজে হাতও লাগালেন গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের বিডিও রাহুল বিশ্বাস। তপসিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরডিহা গ্রামে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দেখতে গিয়ে এমনই দেখা গেল তাঁকে। সরডিহা গ্রামে ফেঁকো রাস্তা থেকে অনিল মাহাতোর জমি পর্যন্ত জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি ছোট বিতরণ



খাল তৈরি করা হচ্ছে। সেই কাজ কতটা এগিয়েছে, তা দেখতে যান বিডিও। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কোদাল তুলে নেন তিনি। তার পরে তাঁদের সঙ্গে মাটি কাটার কাজে হাত লাগান। বিডিওকে এ ভাবে কাজে নামতে দেখে উৎসাহিত হন শ্রমিকেরাও। গ্রামে ওই প্রকল্পে শুধু খাল তৈরি নয়, পুকুর খনন, নিকাশি নালা তৈরি এবং মাটি কেটে নালা তৈরির কাজও চলছে। এই কাজগুলির মাধ্যমে এক দিকে যেমন গ্রামের পরিকাঠামোর উন্নতি হবে, তেমনই জল ধরে রাখা ও নিকাশি ব্যবস্থারও সুবিধা হবে। এ দিকে, প্রকল্পের কাজে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে ব্লক প্রশাসন। সেই উদ্দেশ্যে কুলিয়ানা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় প্রকল্পটি নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। সেখানে প্রকল্পের কাজ এবং তার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। বিডিও রাহুল বিশ্বাস বলেন, গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং এলাকার উন্নয়নে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সুষ্ঠুভাবে কাজের অগ্রগতি যাতে হয়, সেই কারণে এলাকাবাসী ও কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই আমিও কাজে হাত লাগিয়েছিলাম। কাজের অগ্রগতি দেখতে গিয়ে বিডিওর এই ভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে মাটি কাটার দৃশ্য তাই এলাকার মানুষের নজর কেড়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে হুগলি জেলায় চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি (শিয়াখালা), ১৯ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে আজ সকাল থেকে হুগলি জেলায় বিরামহীন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কখনো কম কখনো আবার মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত, বিশেষ করে চাষের এই মরসুমে অনেক জায়গায় চাষিরা ধান কেটে রেখেছিল এই বৃষ্টির ফলে অধিকাংশ জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেছে ফলে কাটা ধানের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা। সাথে সাথে আলুর জমি অনেক কৃষক ভাই তৈরি করে ফেলেছিলেন কিন্তু এই অকাল বৃষ্টির ফলে আলু চাষ অনেকটাই পিছিয়ে যাবে বলে কৃষক মহলের ধারনা, ফলে এবারে আলু উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সবজি চাষেও ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগছেন কৃষকেরা বিশেষ করে ফুলকপি পালং শাক সহ অন্যান্য সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি আগামী দু-একদিনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। ফলে ফাঁকা মাঠে ইতিমধ্যে যারা প্যান্ডেল করেছেন তাদের মনেও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে এই অকাল বর্ষণে সাধারণ মানুষের সাথে চাষীরাও ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন।

TENDER NOTICE

The Climate Thinker invites tenders from eligible agencies/ vendors for the supply of 30 Domestic Biogas Plants (2 m³ capacity each) at various locations across West Bengal. Interested agencies/vendors are requested to submit their technical and financial quotations in a sealed envelope or via email at theclimatethinker@gmail.com. For further details, click the link https://theclimatethinker.org / biogas/ or contact 9836450715

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 405 — Tender Notice Date: 19/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 405/11/2026-2027** dated 19/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 23/11/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 27/11/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 406 — Tender Notice Date: 19/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 406/11/2026-2027** dated 19/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 23/11/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

প্রাচীন রীতি মেনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজিত ষড়ানন কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ নভেম্বর ঃ ছয়টি মাথা ও বারোটি হাত। চিরাচরিত প্রথা ও প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে আজও ধুমধাম করে পূজিত হন ছয় মাথার কার্তিক। মালদার হবিবপুর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ঋষিপুর অঞ্চলের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে প্রতিবছর আয়োজিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী ষড়ানন কার্তিক পুজো। প্রতি বছরের মতো এবারও এই পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে চোখে পড়ার মতো। শুধু মালদা নয়, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রচুর ভক্ত ও দর্শনার্থী এই পুজোয় সামিল হন। নিজেদের মনস্কামনা পূরণের আশায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু মানুষ। প্রাচীন রীতি মেনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজিত হয়েছেন ষড়ানন কার্তিক। কথিত আছে, এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি একসময় এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। কার্তিক ঠাকুরের কাছে তাদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ার পর থেকেই দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে শুরু হয় এই পুজো। বছরের পর বছর ধরে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতি মেনে আজও পুজো হয়ে আসছে। এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ কার্তিক প্রতিমার ছয়টি মাথা ও বারোটি হাত। ভক্তদের বিশ্বাস, ষড়ানন কার্তিকের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে মনস্কামনা পূরণ হয়। আর সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতিবছর বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন। মনস্কামনা পূরণ হলে ভক্তরা ছোট ছোট মাটির কার্তিক প্রতিমা মন্দিরে নিবেদন করেন। ষড়ানন কার্তিক পুজোর পৌরাণিক তাৎপর্য তুলে ধরে মন্দিরের পুরোহিত শিবানন্দ শর্মা জানান, একসময় অসুররা স্বর্গরাজ্য দখল করে নিয়েছিল। সেই সময় দেবতারা স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপর দৈববাণী হয়, মহাদেব শিব ও পার্বতীর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই অসুরদের বধ করবেন। সেই অনুযায়ী জন্ম হয় দেবসেনাপতি কার্তিকের। কথিত রয়েছে, ছয়জন ঋষি-মুনি তাকে লালন-পালন করেছিলেন। তাদের মনস্কামনা পূরণ করার জন্যই কার্তিক ষড়ানন রূপ ধারণ করেন। সেই পৌরাণিক কাহিনিকে সামনে রেখেই ছয় মাথা ও বারো হাতবিশিষ্ট কার্তিকের পুজো হয়ে আসছে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। পুজো উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও গ্রামে বসেছে বিশাল মেলা। রয়েছে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন।

প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যবাহী কৃষির মেলবন্ধনে জোর, মন্তেশ্বরে কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর ঃ প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যবাহী কৃষির সমন্বয়ের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের গোপালনগর কৃষি ফার্মে আয়োজিত এক বৈঠকে যোগ দেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। কৃষি প্রযুক্তিবিদ, বীজ নিগমের আধিকারিক, কৃষক, সমবায়ী এবং কৃষি উৎপাদনকারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে কৃষকদের হাতে বীজ ও সার তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় চাষি কার্তিক ঘোষের একটি ফার্ম পরিদর্শন করেন তিনি। ফার্মের চাষাবাদের পদ্ধতি ও উদ্যোগের প্রশংসা করেন মন্ত্রী। অমিয় কিস্কু বলেন, পূর্ব বর্ধমান কৃষিপ্রধান জেলা। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হয়। পাশাপাশি আরও উন্নতমানের ও উন্নত জাতের অর্থকরী ফসল চাষের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বরের বিধায়ক সৈকত পাঁজা, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি প্রতিনিধি, কালনা মহকুমার কৃষি আধিকারিক, মন্তেশ্বর ব্লক কৃষি আধিকারিক-সহ সাক্ষীগোপাল ঘোষ, সৌমেন দাশগুপ্ত, তড়িকান্তিক রায় ও সুপ্রকাশ মণ্ডল প্রমুখ। গোপালনগর কৃষি ফার্মে এই কর্মসূচিকে ঘিরে খুশি এলাকার কৃষকরা।

পুরুলিয়ায় বিজয়া সম্মেলনে যোগ দিলেন শমীক ভট্টাচার্য

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পুরুলিয়া সফরে এলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন তিনি পুরুলিয়া শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত দলের বিজয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সরকারপাড়া জগদ্ধাত্রী পূজা মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনে যান। এই কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, জেলা সভাপতি শংকর মাহাতো সহ দলের বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক এবং জেলা নেতৃত্ব। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সভামঞ্চ থেকে শমীক ভট্টাচার্য



অতীতের রাজ্য সরকার ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে যে দুর্নীতির সূচনা হয়েছিল, তা নির্মূল করা প্রয়োজন। পুরুলিয়ার মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ২০২৬ সালে রাজ্যে কোনো সিন্ডিকেট রাজ থাকবে না। এছাড়া, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন যে রাজ্যকে কার্যত বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, রাজ্যের ভবিষ্যত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিয়েও নিজের দলের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি আশ্বাস দেন যে, আগামী তিন বছরের মধ্যে এই জেলায় নতুন শিল্প ও কলকারখানা গড়ে উঠবে। এর ফলে স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য আর ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না, ঘরের ছেলে ঘরেই কাজ পাবে এবং রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হবে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও এদিন তিনি বলেন।



উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিবেক খারে পরিচালনগত সুরক্ষা, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং পণ্য পরিবহনের দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও সেকশন পরিদর্শন করেন। বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাথে, জেনারেল ম্যানেজার সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য ট্রেন চলাচলের জন্য সহায়কারী পরিকাঠামোগুলির সামগ্রিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এলিফ্যান্ট চলাচলের করিডোর, একটি মুখ্য রেলওয়ে ব্রিজ এবং একটি মালবাহী টার্মিনালসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড
5th Floor, Tower 1, Seawoods Grand Central, Sec-40, Seawoods, সিউডস দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নবি মুম্বই - 400 706

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 ("আইন") এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002 ("বিধিমালা")-এর বিধান অনুযায়ী

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**-এর আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, বিধি 3 সহ পঠিত আইনের ধারা 13 (12)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, আইনের ধারা 13(2)-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছেন, যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-তে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন, তাই বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি সাঁটিয়ে এবং প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-এর বিষয়বস্তু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও অর্থের পরিমাণ	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
1	**ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLMSME000002403** **1. আত্রেয়িসা হসপিটালিটি** তার স্বত্বাধিকারী মারফত **2. রামিজ আহমেদ,** পিতা- আনিস আহমেদ **3. তানিয়া সাকরিন,** পিতা- আনিস আহমেদ **4. আনিস আহমেদ মণ্ডল** পিতা- কুদ্দুস আহমেদ মণ্ডল **5. সুস্মিতা রায়,** পিতা- স্বপন রায় **6. স্বপন রায়,** পিতা- পূর্ণ চন্দ্র রায় **7. শুভঙ্কর রায়,** পিতা- স্বপন রায় **ক্র. নং 1-এর ঠিকানা :** দোকান নং 1, নিচতলা, মা পূর্ণাশা অ্যাপার্টমেন্ট, সোদপুর রোড, 144, আরতি সিনেমা হল, উত্তর চব্বিশ পরগনা, 24 পরগনা উত্তর, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 700130। **ক্র. নং 2 ও 4-এর ঠিকানা :** সানবিম উদ্যোগ, রামকৃষ্ণপুর রোড, পেঞ্জিমিল, চম্পাডালি, উত্তর 24 পরগনা, বারাসাত, চম্পাডালি 24 পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 700124। **ক্র. নং 3-এর ঠিকানা :** উত্তর কালিকাপুর, উত্তর 24 পরগনা, বেহালা, 24 পরগনা উত্তর, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 743445। **এছাড়াও :** ফ্ল্যাট জি/বি, 1184/1, রামকৃষ্ণপুর রোড, বারাসাত, ওয়ার্ড নং 13, পো- বারাসাত, জেলা- উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 700124। **ক্র. নং 5, 6 ও 7-এর ঠিকানা :** 171/1 রাজা রামমোহন পথ 2য় লেন, নবনপর, উত্তর দমদম, পো-বিরাটি, জেলা উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - 700051।	28.10.2026 **Rs. 38,07,468.00** (আটত্রিশ লক্ষ সাত হাজার চারশো আটষট্টি টাকা মাত্র।) **28.10.2026 তারিখ অনুযায়ী এনপিএ-র তারিখ : 02.10.2026**	**বন্ধকী সম্পত্তি – 1** সমস্ত অংশ ও খণ্ড সম্পত্তি, যথা:- মৌজা - বিষারপাড়া, জে.এল. নং 5, আর.এস. নং 89, তৌজি নং 172, আর.এস. খতিয়ান নং 419, এল.আর. খতিয়ান নং 1661 ও 1662-এর অন্তর্গত, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং 179-এর অধীনে, থানা নিমতা, হোল্ডিং নং 171 (584) (দলিল অনুযায়ী) ও 171/1 (কর রসিদ অনুযায়ী), রাজা রামমোহন পথ, ওয়ার্ড নং 2, উত্তর দমদম পৌরসভার অন্তর্গত, জেলা 24 পরগনা (উত্তর)-এ অবস্থিত মোটামুটি 1 কাঠা 3 ছটাক 41 বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ ও খণ্ড। চৌহদ্দি :- **উত্তর :** কেতকী চৌধুরীর বাড়ি, **পূর্ব :** 6 ফুট চওড়া সাধারণ পথের অংশ, **দক্ষিণ :** 7 ফুট চওড়া সাধারণ পথ, **পশ্চিম :** অন্যদের সম্পত্তি **বন্ধকী সম্পত্তি – 2** সমস্ত অংশ ও খণ্ড সম্পত্তি, যথা:- মৌজা - রামকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং 81, আর.এস. নং 255, তৌজি নং 146, আর.এস. খতিয়ান নং 19, এল.আর. খতিয়ান নং 1003, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং 1195-এর অন্তর্গত, আর.এস. দাগ নং 440 ও 441, এল.আর. দাগ নং 582 ও 585-এর অধীনে, থানা বারাসাত, হোল্ডিং নং 1184/1, রামকৃষ্ণপুর রোড, কলকাতা 700 124, ওয়ার্ড নং 13, বারাসাত পৌরসভার অন্তর্গত, জেলা 24 পরগনা (উত্তর)-এ অবস্থিত মোটামুটি 3 কাঠা 11 ছটাক 9 বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির উপর নির্মিত "সানবিম উদ্যোগ" নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায়, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, 716.5 বর্গফুট কভার্ড এরিয়া + 20% সার্ভিস এরিয়া অর্থাৎ 143.3 বর্গফুট, মোট 860 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট বি নং ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ ও খণ্ড।
2	**ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLMSME000002445** **1. এস/এস এস এম এন্টারপ্রাইজ** **2. উজ্জ্বল মণ্ডল,** পিতা- সুনীল মণ্ডল **3. দালিয়া মণ্ডল,** পিতা- শঙ্কর দেবনাথ **ক্র. নং 1-এর ঠিকানা :** গ্রাম বোড়া, পো. মামুদপুর, থানা নৈহাটি, শহর – ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর 24 পরগনা, বোড়া স্পোর্টিং ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 743166। **ক্র. নং 2 ও 3-এর ঠিকানা :** বোড়া, মামুদপুর, নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা, বোড়া স্পোর্টিং, শহর – ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 743166।	30.09.2026 **Rs. 30,35,002/-** (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুই টাকা মাত্র।) **16.09.2026 তারিখ অনুযায়ী এনপিএ-র তারিখ : 02.01.2026**	সমস্ত অংশ ও খণ্ড সম্পত্তি, যথা:- মৌজা মামুদপুর, জে.এল. নং 9, তৌজি নং 2, পরগনা হাবেলি সহর, থানা নৈহাটি, জেলা উত্তর 24 পরগনায়, গ্রাম বোড়া-য়, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, আর.এস. খতিয়ান নং 76 (সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং 1526/3 ও 2265/8, বর্তমানে 8352)-এর অধীনে, আর.এস. দাগ নং 348 (সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং 465)-এর অংশ পঠনকারী, তদুপরি দণ্ডায়মান কাঠামোসহ মোটামুটি 2.90 শতক জমির সমস্ত অংশ ও খণ্ড। চৌহদ্দি :- **উত্তর :** 8 ফুট চওড়া সাধারণ পথ; **পূর্ব :** আর.এস. দাগ নং 347 ও 348-এর জমি; **দক্ষিণ :** বিজন সরকার; **পশ্চিম :** বিজন সরকার ও রঞ্জন ঘোষ।
3	**ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLLOAN000005015626** **1. এসডি এন্টারপ্রাইজ** **তার প্রোপ্রাইটর মারফত** **2. রেখা বরাট** পিতা/স্বামী- হিমাংশু কুমার বরাট **3. মৌমালা দে বরাট** পিতা/স্বামী- অসীম কুমার দে **4. সুদীপ্ত বরাট** পিতা- দীপক কুমার বরাট **5. সুমনা বরাট সাহা** পিতা- দীপক কুমার বরাট **ক্র. নং 1-এর ঠিকানা :** 147এ বিনোবা ভাবে রোড, 2 শীল ঠাকুর বাড়ি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 700038। **ক্র. নং 2, 3 ও 4-এর ঠিকানা :** 2 শীল ঠাকুরবাড়ি রোড, সাহাপুর, দক্ষিণ সাহাপুর, কলকাতা, হোপ হাসপাতালের কাছে, জেমসনং সরণি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – 700038। **ক্র. নং 5-এর ঠিকানা :** 29/3সি ডক্টর লেন, এন্টালি, এন্টালি কর্পোরেশন প্যারেজের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	17.10.2026 **Rs. 8,64,803.68/-** (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশো তিন টাকা ও আটষট্টি পয়সা মাত্র।) **15.10.2026 তারিখ অনুযায়ী এনপিএ-র তারিখ : 02.10.2026**	সমস্ত অংশ ও খণ্ড স

মাথায় তারকা ক্রীড়াবিদ, তবু কেন টালমাটাল দেশের ক্রীড়া প্রশাসন?

নির্বাচনের মুখে প্রশ্নবিদ্ধ ঊষা-তিরকে-কল্যাণ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বরঃ ভারতীয় খেলাধুলোর আসল প্রশ্নগুলোই এখন ব্রাত্য। ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের যৌক্তিকতা, হকি লিগের ভবিষ্যৎ কিংবা ভারতীয় ফুটবলারদের ন্যূনতম পাসিং-ট্র্যাপিং শেখানোর বদলে প্রশাসকদের যাবতীয় ব্যস্ততা আপাতত গদি বাঁচানোর লড়াইয়ে। দেশের তিনটি প্রভাবশালী ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের আগে মনোনয়ন, জোট আর আইনি জটিলতায় জেরবার শীর্ষকর্তারা। অথচ ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থায় পিটি ঊষা, হকি ইন্ডিয়ায় দিলীপ তিরকে এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে কল্যাণ চৌবে-তিন শীর্ষপদেই



রয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ। তবু কেন প্রশাসনিক অচলাবস্থা? চার বছর আগে সরকারের পছন্দে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার মাথায় বসেছিলেন পিটি ঊষা। এশিয়াড ও কমনওয়েলথ গেমসের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অ্যাথলিটদের সহায়তায় পেশাদারিত্ব আনলেও, কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে তাঁর সংঘাতমূলক আচরণ এবং অডিট রিপোর্ট প্রকাশ্যে না আসায় ক্ষুব্ধ অনেকে। সরকারের সমর্থন আদৌ বজায় থাকবে কি না, তা নিয়েও সংশয়। ফলে ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস ও ২০৩৬ অলিম্পিকের দায়িত্ব সামলানোর আগে ঊষার পুনর্নির্বাচন আপাতত অনিশ্চিত। উল্টো পথে হেঁটে সংঘাত এড়াতে চেয়েছিলেন হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে। পুরুষ দলের জোড়া অলিম্পিক পদকের সাফল্য ও মহিলা দলের অগ্রগতি ধরে রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। হকি ইন্ডিয়া লিগ ফেরালেও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। তার উপর সচিব ভোলানাথ সিংয়ের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ, তিরকের অজান্তেই বিজেপির সমর্থনে গদিতে বসা কল্যাণ দ্বিতীয়বার জিততে এখন নাকি কর্নাটক ফুটবল সংস্থার কংগ্রেস নেতা এন এ হ্যারিসের সমর্থন খুঁজছেন! খেলোয়াড় হলেই যে কেউ দক্ষ প্রশাসক হবেন, এমন নয়। আবার ব্যবসায়ী অজয় সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল, যদিও কমনওয়েলথ, এশিয়াড ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ ফল এসেছে। আসলে ভারতীয় খেলাধুলোয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংখ্যা এত বেশি, যে প্রত্যেকেই আলাদা দিকে টানেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আর বাইরের চাপে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করাই যেন দুষ্কর। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলের নজর এখন এই নির্বাচনগুলোর দিকে। ক্ষমতার মসৃণ হস্তান্তর আদৌ সম্ভব? নাকি সমস্যা সমাধানের বদলে কে গদিতে বসবেন, সেই লড়াইয়েই আরও পিছিয়ে পড়বে দেশের খেলাধুলো? উত্তরটা আপাতত কালের গর্ভে লুকিয়ে।

নিকোলসের সেঞ্চুরি, শতকের পথে ফিলিপস!

বুমরাহ রেকর্ড গড়লেও চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ১৯ নভেম্বরঃ ছয় বছর পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলতে নেমে শুরুটা স্বপ্নের মতোই করেছিল ভারত। কিন্তু প্রথম দিনের শেষে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে চালকের আসনে সেই কিউয়িরাই। জসপ্রীত বুমরাহর দাপটে এক সময় ৭০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল নিউজিল্যান্ড। সেখান থেকে হেনরি নিকোলস (অপরাজিত ১১৩) ও গ্লেন ফিলিপসের (অপরাজিত ৯৪) অবিচ্ছেদ্য ১৭৩ রানের জুটিতে প্রথম দিনের শেষে আয়োজকদের স্কোর ২৪৩/৫। টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের। দল বাছাইয়ে দেন বড় চমক। অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজাকে বাদ দিয়ে একাদশে ওয়াশিংটন সুন্দর এবং চার পেসার-বুমরাহ, আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও অভিষেককারী অংশুল কম্বোজ। দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র সমালোচনা সুনীল গাভাসকরের। শুরুতে যদিও গিলের



ফাটকা সফল। ম্যাচের তৃতীয় বলেই টম লাথামকে (০) বোল্ড করেন বুমরাহ। চতুর্থ ওভারে ডেভন কনওয়েকে (৪) ফেরান কম্বোজ। রাচিন রবীন্দ্রর (১৫) ব্যাটের কানায় লাগা বলের রিভিউ না নিয়ে ভুল করলেও, তাঁকে ফেরান আকাশ দীপ। লাঞ্চের ঠিক আগে শর্ট লেগে যশস্বী জয়সওয়ালের ক্যাচে ড্যারিল মিচেলকে (১) আউট করেন বুমরাহ। স্কোর তখন ৬০/৪। লাঞ্চের পর টম ব্লান্ডেলকে (৫) ফিরিয়ে জাভাগল শ্রীনাথকে (২৩৬) টপকে টেস্টে ভারতের দশম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ও চতুর্থ সফলতম পেসারের নজির (২৩৭ উইকেট) বুমরাহর। ৩১তম ওভারে ফিলিপসের বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউ-র রিভিউ টিভি আম্পায়ার নাকচ করলে মাঠেই আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্কে জড়ান গিল। বল পুরনো হতেই ভোঁতা ভারতীয় বোলিং। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর শর্ট-বল কৌশল ব্যর্থ, প্রথম দশ ওভারেই দেন ৪০ রান। পুরনো বলে সিরাজের অভাব স্পষ্ট। এই সুযোগে ১০০ বলে অর্ধশতরান এবং ৭০তম ওভারে কেরিয়ারের দ্বাদশ টেস্ট শতক পূর্ণ করেন নিকোলস। এ বছর লর্ডসে প্রত্যাবর্তনের পর এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। বেসিন রিজার্ভে পঞ্চম শতরান হাঁকিয়ে ছুঁলেন কেন উইলিয়ামসন ও মার্টিন ক্রো-র রেকর্ড। অন্যদিকে ৭৩ বলে পঞ্চাশ করে শতরানের দোরগোড়ায় ফিলিপস। ৭৪তম ওভারে ঋষভ পন্থের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে নিকোলসের সহজ ক্যাচ ফেলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। ৮০ ওভারের পর দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও লাভ হয়নি, উল্টে বুমরাহকে দুরন্ত কভার ড্রাইভে চার মারেন নিকোলস। ৮২ ওভার শেষে ওভার-রেটেও পিছিয়ে ভারত। দ্বিতীয় দিন সকালে বুমরাহ (৩/৫২) দ্রুত উইকেট না তুললে ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

জোহানেসবার্গে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

সংবাদ সংস্থা, জোহানেসবার্গ, ১৯ নভেম্বরঃ জোহানেসবার্গ টেস্টে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার পঞ্চম দিনে সাইমন হার্মারের ঘূর্ণিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৮ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী টিম। মাত্র ১২ রানের লক্ষ্য ১.৩ ওভারেই তুলে নেয় প্রোটিয়া বাহিনী। এই ফলাফলের সুবাদে দুই টেস্টের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল টেম্বা বাভুমার দল। ৫ উইকেটে ১০০ রান নিয়ে পঞ্চম দিন শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ৪০



মিনিট সামলে দেন লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিম। তবে লিটনকে (৩৯) ইয়র্কারে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন কাগিসো রাবাডা। মুশফিকুর (২২) ও মেহেদি হাসান মিরাজ (১৫) স্কোর ১৫৯/৬-এ নিয়ে গিয়ে ইনিংস হার বাঁচান। আর এরপরই ধস। মাত্র ৯ রানে শেষ ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৫৬তম ওভারে পরপর দুই বলে হাসান মাহমুদ ও এবাদত হোসেনকে ফিরিয়ে ইনিংস শেষ করেন সাইমন হার্মার। ৫১ রানে ৬ উইকেট নেন তিনি। রাবাডা ৩টি ও মার্কো জানসেন ১টি উইকেট পান।

বোলাররা চাপে, সাফাই দিতে সাংবাদিক বৈঠকে ব্যাটিং কোচ!

শোনালেন সিরাজকে বাদ দেওয়ার যুক্তি

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ১৯ নভেম্বরঃ দিনভর মাঠে নাকানিচোবানি খেলেন বোলাররা। অথচ দিনের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে পাঠানো হল ব্যাটিং কোচকে! ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনে জসপ্রীত বুমরাহর দাপটে নিউজিল্যান্ডের ৭০ রানে ৫ উইকেট ফেলে দিয়েও ম্যাচের রাশ আলগা করেছে টিম ইন্ডিয়া। হেনরি নিকোলস (অপরাজিত ১১৩) ও গ্লেন ফিলিপসের (অপরাজিত ৯৪) অবিচ্ছেদ্য ১৭৩ রানের জুটিতে দিন শেষে কিউয়িদের স্কোর ২৪৩/৫। বুমরাহ ৩ উইকেট নিলেও অংশুল কম্বোজ, আকাশ দীপ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ মিলে তুলেছেন মাত্র দু'উইকেট। তবে বোলারদের এই নির্বিষ পারফরম্যান্সের পর বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল বা হেডকোচ গৌতম গম্ভীর নন। বোলারদের হয়ে 'ব্যাট' করতে এলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক। প্রথম একাদশে অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজাকে না রাখা নিয়ে তীব্র বিতর্ক। কোটাকের অবশ্য দাবি, সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। তাঁর কথায়, ''সিরাজের কোনও সমস্যা নেই। আমরা যখন দল বেছেছি, তখন এটাই সেরা একাদশ মনে হয়েছিল। সিরাজকে বাদ দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করি না। সবে প্রথম দিন। আমরা শুধু প্রথম দিনের কথা ভেবে দল গড়ি না, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের কথাও ভাবতে হয়।''



জাদেজার বদলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর পেছনে কিউয়ি টপ অর্ডারে চার বাঁ-হাতি ব্যাটার থাকার যুক্তি দিয়েছেন কোটাক। স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ম্যাচের জন্য এটাই সেরা বোলিং আক্রমণ। অভিষেককারী পেসার অংশুল কম্বোজের গতি (১২৬-১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা) নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তাতে চিন্তার কিছু দেখছেন না কোটাক। তাঁর যুক্তি, ''তৃতীয় স্পেলেই আসল গতি কাজে লাগে। কম্বোজ ১৩০, ১২৮ বা দু-একটা বল ১২৬ গতিতে করছে। এটা ঠিকই আছে।'' প্রচুর রান বিলোনো প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর পাশেও ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কোটাকের মন্তব্য, ''প্রসিদ্ধ আক্রমণাত্মক বোলার, ও কিছু রান দেবেই। উইকেট নিলে আমাদের ভাল লাগে, মার খেলে খারাপ লাগে। ওকে এভাবে বিচার করা ঠিক নয়।'' প্রথম সেশনের পর বোলারদের ব্যর্থতার পেছনে আবহাওয়াকেও দায়ী করেছেন সিতাংশু। তাঁর মতে, ওয়েলিংটনে সারাদিন রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকায় পিচের আর্দ্রতা প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত শুকিয়ে গিয়েছে। নতুন বলে সাহায্য মিললেও পরে ব্যাটিং সহজ হয়েছে। তবে কিউয়ি ব্যাটারদের কৃতিত্ব দিতে ভোলেননি কোটাক। বলেছেন, ''ওরা খুব ভাল ব্যাট করেছে। স্পিনারদের বিরুদ্ধেও কোনও ঝুঁকি নেয়নি।'' এত সাফাই-কৈফিয়তের পরও প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে-বোলারদের চরম ব্যর্থতার দিনে বোলিং মর্কেল বা খোদ গম্ভীর আড়ালে রইলেন কেন?

আগুন জ্বালালেন ব্যানক্রফট!

কামিন্সকে দেখেই ছুটলেন সাংবাদিকরা

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১৯ নভেম্বরঃ গত সপ্তাহেই মনস্কামনা জানিয়েছিলেন, স্যান্ডপেপারগেট নিয়ে আর কোনওদিন মুখ খুলতে না হলেই বাঁচেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! ক্যামেরন ব্যানক্রফটের নতুন কলাম



প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার সকালে নিজের বাড়ির দরজা খুলতে না খুলতে সাংবাদিকদের চক্রব্যূহে আটকা পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বুম-ক্যামেরার ধাক্কায় রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা। সকালবেলা অনুশীলনে যাওয়ার তাড়া। কিন্তু বাড়ির বাইরে তখন মাইক হাতে সাংবাদিকদের ভিড়। প্রশ্ন একটাই-ব্যানক্রফটের নতুন দাবি নিয়ে কী বলবেন? শুরুতে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৩৩ বছরের অজি পেসার। জানান, অনুশীলনে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে 'চ্যানেল ৭'-এর এক সাংবাদিক কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্ষমা চান। আর তাতেই মেজাজ হারান কামিন্স। তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ছুড়ে দেন, ''আপনি সম্ভবত অতটাও দুঃখিত নন।'' এরপর স্ত্রী বেকিকে জড়িয়ে ধরে সাংবাদিকদের জটলা কাটিয়ে সোজা গাড়িতে ওঠেন অজি অধিনায়ক। কামিন্স যখন সাংবাদিকদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন, পারথে তখন ফুরফুরে মেজাজে ক্যামেরন ব্যানক্রফট। বৃহস্পতিবার '৯নিউজ পারথ'-কে তিনি জানান, দীর্ঘদিনের বোঝা নামিয়ে অবশেষে স্বস্তিতে। ব্যানক্রফটের কথায়, ''অনেক দিন ধরে এই বিষয়গুলো বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এখন সত্যিই ভারমুক্ত লাগছে, কথাগুলো বলতে পেরে ভীষণ খুশি।'' ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবিত ফোরামে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। তবে এই বিতর্কের পর কামিন্সের অধিনায়কত্বের পদ আদৌ সুরক্ষিত কি না, সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নবাণ গাড়িতে বসে এড়িয়ে যান প্রাক্তন অজি ওপেনার। আট বছর আগের কেপটাউন টেস্টের ভূত নতুন করে তাা করছে অজি শিবিরকে। উসমান খোয়াজা দাবি করেছিলেন, বল বিকৃতির কথা পুরো দলই জানত। গত সপ্তাহে সাংবাদিক বৈঠকে কামিন্স সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ''সম্পূর্ণ আজগুবি ও ১০০ শতাংশ ভুল। আট বছর ধরে একই কথা বলছি, আমি জানতাম না।'' বন্ধুদের একে অপরের জীবন ও সম্মান নিয়ে এতটা বেপরোয়া হওয়া উচিত নয় বলেও খোঁচা দিয়েছিলেন খোয়াজাকে। কিন্তু ব্যানক্রফট এবার সরাসরি কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হেজলউড ও মিচেল মার্শের নাম জড়িয়ে ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রিভার্স সুইং নিয়ে নিয়মিত আলোচনার দাবি তুলেছেন। ফলে স্যান্ডপেপারগেট-মুক্ত থাকার কামিন্সের ইচ্ছা আপাতত বিশ বাঁও জলে!

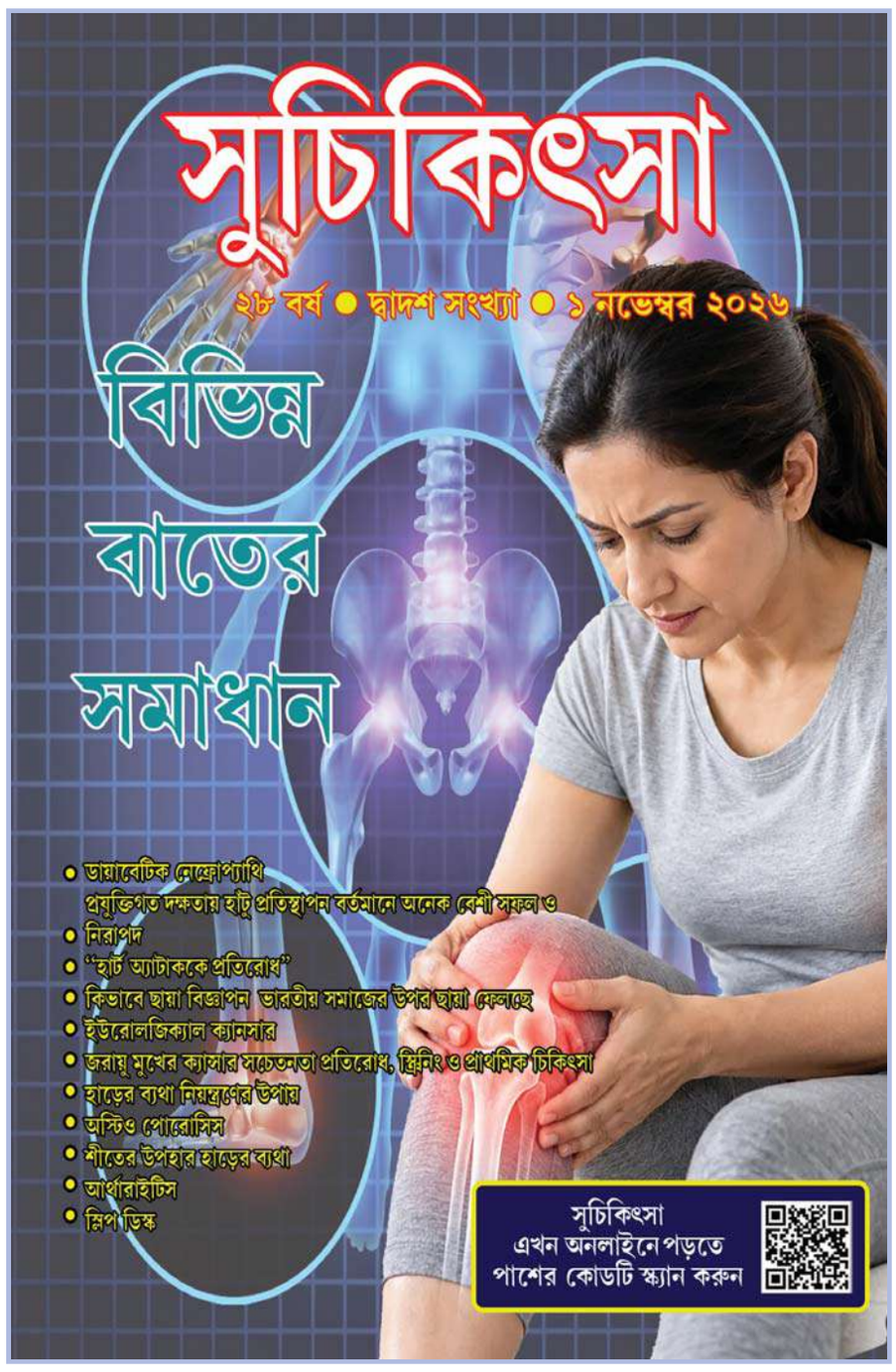
ব্রাজিল এখন 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'

নিজস্ব প্রতিবেদন

তিন ম্যাচের পার্থক্য। নইলে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল সমান ম্যাচই খেলত। ২০২৬ সালে মোট ১৭ ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে প্রীতি ম্যাচ ৯টি। ব্রাজিলও এ বছর মোট ১৪ ম্যাচ খেলার পথে ৯টি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। তিন ম্যাচের পার্থক্যটা গত জুলাইয়ে শেষ হওয়া বিশ্বকাপে। নরওয়ের বিপক্ষে হেরে ব্রাজিল বাদ পড়ে শেষ ষোলো থেকে। আর্জেন্টিনা শেষ ষোলো পেরিয়ে খেলে আরও তিনটি ম্যাচ-কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। ব্রাজিল এই ১৪ ম্যাচের ৯টিতে জিতেছে। ৩ হার ও ২ ড্র। জয়ের হার ৬৪.২৮ শতাংশ। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এই ফল অবশ্যই খুব বেশি সন্তোষজনক নয়। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি নিজেই বলেছেন, ''এটুকু যথেষ্ট নয়। আমাকে আরও বেশি কিছু করতে হবে এবং তা করব। আমাকে আরও উন্নতি করতে হবে।'' আনচেলত্তির এ বছর আর উন্নতির সুযোগ নেই। কারণ, এ বছর ব্রাজিল শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ৭-০ গোলের জয়ে বছর শেষ করা আনচেলত্তির ব্রাজিলকে নিয়ে একটি প্রশ্ন বেশ জোরেশোরেই উঠতে পারে। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কি 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' হয়ে উঠছে? মানে, বড় ও শক্তিশালী দলের বিপক্ষে বেশির ভাগ সময় মাথা নুইয়ে পড়ে, কিন্তু দুর্বল দলের ওপর চড়ে বসে। এমনিতেই এ কথা বলা হচ্ছে না। বলছে, এ বছর ব্রাজিলের খেলা ধারা। সেটা বুঝতে প্রীতি ম্যাচ এবং প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচগুলো আলাদা করা যাক। এ বছর প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট বলতে শুধু বিশ্বকাপে খেলেছে ব্রাজিল। সেখানে পাঁচ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড, জাপান ও নরওয়ে। বিশ্বকাপে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচে থাকা আশরাফ হাকিমি-ব্রাহিম দিয়াজের মরক্কোর সঙ্গে ব্রাজিল জিততে পারেনি। ১-১ গোলে ড্র করে। কিন্তু হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের জয়ের ব্যবধান ছিল ৩-০। শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে আনচেলত্তি ব্রাজিলকে ব্রাজিলের মতো খেলাতে পারেননি। জাপানই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। পরে ব্রাজিল ঘুরে দাঁড়াতে পারলেও পারফরম্যান্সটা ব্রাজিল সমর্থকদের মনে অস্বস্তির জন্ম দেয়। সে অস্বস্তিটা হলো ইউরোপিয়ান ধাঁচে গতিময় ফুটবল খেলা শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে ব্রাজিলের



সাধারণ মানের দল হয়ে পড়া। যেমন ধরুন, সেই বিশ্বকাপেই নরওয়ের বিপক্ষে হারের ম্যাচটি। এক আর্লিং হলান্ডকেই ঠেকাতে পারেনি। দুই গোল করেছিলেন নরওয়ে তারকা। তাতে ইউরোপের দলগুলোর বিপক্ষে ব্রাজিলের ভোগান্তি আরও বেশি করে ফুটে ওঠে। যেমন ধরুন, নরওয়ে ম্যাচে ব্রাজিলের বলের দখল ছিল মাত্র ৩৪ শতাংশ! এ বছর ব্রাজিলের খেলা ৯টি প্রীতি ম্যাচের মধ্যে ইউরোপিয়ান দল ছিল দুটি-ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া। গত মার্চে ফ্রান্সের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে আনচেলত্তির দল। এপ্রিলে অবশ্য ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আসে ৩-১ গোলের জয়। বলা হয়, এ বছর বড় দলগুলোর মধ্যে শুধু ক্রোয়াটদের বিপক্ষেই ব্রাজিল খেলেছে ব্রাজিলের মতো। কিন্তু এ বছরই আবার একটু দুর্বল কিন্তু ইউরোপিয়ান ধাঁচে খেলা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে মুদ্রার অপর পিঠ দেখেছে ব্রাজিল। চলতি মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাপানের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হারের ম্যাচটি তার বড় প্রমাণ। গতিময় এবং পাল্টা আক্রমণে জাপান ব্রাজিলের চোখে চোখ রেখে খেলেছে। হাল ছাড়েনি শেষ পর্যন্ত। তাতে শেষ মুহূর্তের গোলে জাপানের জয় তুলে নেওয়া ঠেকাতে পারেনি আনচেলত্তির রক্ষণ। এমনকি গত জুনে মিসরের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতলেও দাপট ছিল ব্রাজিলের। প্রথমার্ধ শেষে ১-১ গোলে সমতায় ছিল দুই দল। কিংবা গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র ম্যাচটি? মাঠে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ানো অস্ট্রেলিয়া সে ম্যাচে চেপে ধরেছিল ব্রাজিলকে। অথচ শক্তিতে দুই দলের মধ্যে এখনো যোজন যোজন পার্থক্য। কিন্তু বড় দলগুলোর বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে খেলতে না পারা একটু নরমসরম দলের বিপক্ষে ব্রাজিল কিন্তু ঠিকই ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের খেলাটা খেলতে পেরেছে। মধ্য আমেরিকার দল পানামার বিপক্ষে ৬-২ গোলের জয় কিংবা সেই একই অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় মুখোমুখিতে বাজে খেলায় ৪-২ গোলের জয় পায় ব্রাজিল। ভারত ম্যাচে তাদের জয়ের ব্যবধান ছিল ৪-০ এবং সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ৭-০। তাতে কী বোঝা গেল? বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। সেটা এখন জেনে গেছে ফুটবল বিশ্ব। চাইলে আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। ফুটবল-বিশ্ব দেখে গত সেপ্টেম্বর থেকে ব্রাজিলে যে পাঁচটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে নিজেদের খেলাটা খেলতে পেরেছে শুধু ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। ম্যাচের আগে সিঙ্গাপুরের ফিফা র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৪৮তম। গত ২৮ বছরে ব্রাজিল কখনো এত দুর্বল দলের মুখোমুখি হয়নি। ভারতের র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৪৪তম। ব্রাজিলের সর্বশেষ দুটি প্রীতি ম্যাচে হ্যাটট্রিকসহ ৫ গোল করা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এ বছর জাতীয় দলের হয়ে মোট ১১টি গোল করেন। ২০১৪ সালে নেইমারের ১৫ গোলের পর এই প্রথম এক বছরে ব্রাজিলের হয়ে কেউ এত গোল করলেন। ব্রাজিলে আনচেলত্তি জমানায় ভিনি বরাবরই দারুণ-২০ ম্যাচে ১৩ গোল। কিন্তু এ বছর তাঁর ১১ গোলের মধ্যে বেশ বড়সড় একটা ফাঁকি আছে। ভিনি এ বছর মোট ৭ গোল করেছে প্রীতি ম্যাচে। প্রতিপক্ষ? পানামা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর। ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁর ৪ গোলে প্রতিপক্ষ দল ছিল মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। সব কটি গোলই গ্রুপ পর্বে। অর্থাৎ নকআউটে কিংবা বড় দলের বিপক্ষে প্রয়োজনের সময়ে জ্বলে উঠতে পারেননি। তবে এরপরও আনচেলত্তি জমানার ভিনিকেই চাইবে ব্রাজিল। কারণ, ২০২৫ সালে আনচেলত্তি কোচ হওয়ার আগে ব্রাজিলের হয়ে ৩৯ ম্যাচে ভিনির গোল ছিল ৬টি। ম্যাচপ্রতি ০.১৫টি করে গোল যেটা আনচেলত্তি জমানায় ০.৬৫। বিশ্বকাপের পর আনচেলত্তি বলেছিলেন, দল পুনর্গঠন করতে আনচেলত্তি স্কোয়াড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। সেটা শেষ হয়েছে বছরের শেষ প্রীতি ম্যাচটি দিয়ে। আনচেলত্তিকে এখন ২০২৮ কোপা আমেরিকা সামনে রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে। এই দুই বছরে আনচেলত্তি কি পারবেন ব্রাজিলকে 'শক্তেরও যম, নরমেরও যম' বানাতে? উত্তর জানে শুধু সময়।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com